বলরাম তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণদাস দে ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন

২এ, ৩এ, গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীগোবিন্দদাস দে কর্তৃক প্রকাশিত
সন ১৩৪৯ সাল।

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে
যোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রস্তাবনা

স্বয়ং ভগবান বলদেবের লীলা দুর্জ্ঞেয় এবং দুর্বোধ্য। সাধারণ জীবের ত কথাই নাই, বহু পণ্ডিতম্মন্য শাস্ত্রদর্শী বুধমণ্ডলীরও অগোচর। শ্রীমান্ বলাইচাঁদের কৃপা এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের আশীর্বাদ ব্যতীত তাঁহার নিগূঢ় লীলা আস্বাদন অসম্ভব। এরূপ দুরূহ বিষয়ে মাদৃশ বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ভক্তি-বিহীন অযোগ্য ব্যক্তির প্রয়াস বাতুলতার নামান্তর জানিয়াও হৃদয়ের আবেগে শুদ্ধ বলরামতত্ত্ব বৈষ্ণবজগতে প্রচারিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। ইহাতে আমার নিজস্ব কিছুই নাই। কলির ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন দাস এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যগতপ্রাণ সিদ্ধ-ভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে সকল কথা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন— কালনার সিদ্ধভক্ত ভগবানদাস বাবাজী, সিদ্ধ প্রাণকৃষ্ণ বাবাজী, প্রভুপাদ বিপিনবিহারী গোস্বামী, প্রভুপাদ বৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী, আদর্শ বৈষ্ণব-কুলতিলক প্রেমধর্ম্ম-প্রচারক নিতাইগতপ্রাণ শ্রীল রামদাস বাবাজী, ভগবানদাস বাবাজীর প্রিয় শিষ্য মদীয় পিতামহ ভক্তপ্রবর বৈদ্যনাথ দে, শুদ্ধভক্ত পিতৃদেব গৌরমোহন দে, ভাগবতব্যাখ্যাতা বৈষ্ণব-শাস্ত্র-বিশারদ শ্রীযুক্ত কালীপদ দে এবং অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞ ভাবুক ভক্তমহানুভব গণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া যে অনুভূতি লাভ করিয়াছি, তাহাই গ্রথিত করিয়া ভক্তগণের করকমলে অর্পণ করিলাম। আমি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী নই, ভগবদ্ভক্তগণের আশীর্বাদ আমার একমাত্র কামনা। আমার অযোগ্যতা ও অক্ষমতা নিবন্ধন ইহাতে বহু ভ্রম এবং ত্রুটি দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সে ভ্রম এবং ত্রুটি আমার; তাহার জন্য মহানুভব ভক্তগণ দায়ী নহেন। কৃপানিধি ভক্তপাঠকবৃন্দ হংসবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নিজগুণে যাবতীয় দোষ পরিহার করিয়া বিশুদ্ধ বলরাম তত্ত্ব আস্বাদন করিলে কৃতকৃতার্থ হইব।

ভক্তকৃপাপ্রার্থী

শ্রীকৃষ্ণদাস দে।



শ্রীকৃষ্ণদাস দে, ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন

বৈষ্ণবপদামৃতসিন্ধু

উৎসর্গ

শ্রীবংশীর বংশে জন্ম চন্দ্র বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ ভক্তশ্রেষ্ঠ গুরুতত্ত্ব ধন॥
বাঘ্‌নাপাড়াতে বাস উপাধি গোস্বামী।
কৃষ্ণভক্তিরসের প্রকট নরভূমি॥
বলরাম প্রিয়ঙ্কর তদ্গত পরাণ।
বলাইচাঁদের নাম মুখে অবিরাম॥
বলাই পাদপদ্মমধু্‌ পানে উনমত্ত।
পুষ্প মধুপানে যথা মধুব্রত মত্ত॥
সেই বৃন্দাবনচন্দ্র প্রভু যে আমার।
তাঁর শ্রীচরণে মোর কোটি নমস্কার॥
কৃষ্ণদাস অনুদাস ভক্তপদানত।
কারুণ্যে বলাইতত্ত্ব করিলা বেকত॥
বলাইচাঁদের এই কৃপালব্ধ ধন।
তাঁহারই শ্রীচরণে কৈন্থ সমর্পণ॥
বলদেব লীলা-কথা মন্দাকিনী ধাব।
আপনা শোধিতে স্পর্শি বিন্দুমাত্র তার।

মঙ্গলাচরণ

শ্রীগোবিন্দং ঘনশ্যামং পীতাম্বরধরং পরম্ ।
শ্রীনন্দনন্দনং নৌমি শ্রীগোপীজনবল্লভম্ ॥
শ্রীরামং রেবতীকান্তং প্রেমানন্দকলেবরম্ ।
রৌহিণেয়ং ভজেদ্দেবং কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়কম্ ॥
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন কলিজীবগণ ।
নামপ্রেম দানে যেই করিল মোচন ॥
অন্তর্কৃষ্ণ বহির্গৌর প্রেমে মাতোয়াল ।
শরণ আমার সেই শচীর দুলাল ॥
মোহন ধ্বনিতে ভেদ করিয়া ভুবন ।
যুবতীর চিত্তধন করয়ে হরণ ॥
বংশীধরাধরে যাঁর সর্বদা বিহার ।
শ্রীবংশীবদনে নমি বংশী অবতার ॥
গৌরাঙ্গ-প্রিয়ঙ্কর আচার্য ভগবান্ ।
নীলাচলে থাকি তাঁর করিল সেবন ॥
সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ অবতার ।
তাঁর শ্রীচরণে মোর কোটি নমস্কার ॥
শ্রীবংশীর বংশে জন্ম চন্দ্র বৃন্দাবন ।
তাঁর শ্রীচরণ মোর একান্ত শরণ ॥
অজিত গৌরাঙ্গ প্রেমে জিত যাঁর চিত্ত ।
রঘুনাথ শ্রীচরণ সেব্য যাঁর নিত্য ॥

গোবর্দ্ধন গুরুদাস রামকৃষ্ণ দাস ।
বৃন্দাবিপিনের আর যত হরিদাস ॥
রাধা শ্যাম কুণ্ডদ্বয় ললিতলবঙ্গ ।
কালিন্দী নিকুঞ্জ বন শ্যামল সারঙ্গ ॥
যোগমায়া প্রভাবেতে প্রপঞ্চে প্রকাশ ।
উপলক্ষে বৃন্দাবনচন্দ্রের বিলাস ॥
ভবেতে ভবেন্দ্র সম এই সব ভক্ত ।
সবার চরণে চিত্ত রহু অনুরক্ত ॥
রাধাশ্যাম সহ সবে করিয়া বন্দন ।
বেদগুহ্য তত্ত্বকথা কহে অকিঞ্চন ॥
চিনিভারবাহী যথা চিনির বলদ ।
কভু নাহি জানে যেই চিনির আস্বাদ ॥
তদ্রূপ আমার চেষ্টা বাতুলের প্রায় ।
পরিতোষ করিবারে ভকত হৃদয় ॥
মা জাহ্নবা-পরিবার এই দাসাভাস ।
অনভিজ্ঞ তবু কহে, লোকে উপহাস ॥
বলরাম ভগবান্ শ্রীচরণে আশ ।
গুহ্য তত্ত্বকথা কহে দীন কৃষ্ণদাস ॥

প্রথম অধ্যায়

সিতাম্বুজ জিনি কান্তি শিঙ্গা-বেত্রধর।
পরিধান নীলাম্বর হাসিমাখাধর ॥
জাম্বুনদ স্বর্ণ বলয় পদাঙ্গদ।
ময়ূর-চন্দ্রিকা শিরে গুঞ্জাদি সম্পদ্ ॥
গোপগোপী-মনচোর রোহিণী-নন্দন।
সেই বলরাম পদে নমি অনুক্ষণ ॥

"রসো বৈ সঃ"—শ্রীমদ্ভাগবতে দর্শিত মাথুররঙ্গভূমিতে প্রসিদ্ধ একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শৃঙ্গারাদিসবরসকদম্ব মূর্তি—'মূর্তিমান্ শৃঙ্গার'। রস শব্দের অর্থ আনন্দ। সেই আনন্দই ব্রহ্মের রূপ—"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। জগদ্গুরু ভক্তপ্রবর শ্রীধরস্বামী অর্থ করেন—"ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্যমণ্ডলং তদ্বৎ" ঘনীভূত আনন্দই কৃষ্ণ, যেমন ঘনীভূত প্রকাশই সূর্যমণ্ডল। শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত কৃষ্ণনামের নিরুক্তার্থ এইরূপ—'কৃষ' শব্দের অর্থ ভূ অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব এবং 'ণ'এর অর্থ নিবৃত্তি, অর্থাৎ পরমানন্দ। উভয়ের মিলনের অর্থ অস্তিত্ব ও পরমানন্দের মিলন। 'ণ'এর জ্ঞানার্থ বা চৈতন্যার্থও হয়। সুতরাং অস্তিত্ব, চৈতন্য ও পরমানন্দের মিলনের নামই কৃষ্ণ—যে বস্তুতে চৈতন্য ও পরমানন্দের অস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই নাই, তত্ত্বে পরমানন্দ মাত্র, লীলায় ঘনীভূত বিগ্রহ। শ্রুতি বলেন—সৎ, চিৎ ও আনন্দই পরব্রহ্মের স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণও সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ; সুতরাং পরব্রহ্ম ও কৃষ্ণ একই বস্তু। এই জন্যই নারদ

ঋষি রাজা যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্;' অথবা 'কৃষ' অর্থে আকর্ষণ, 'ণ' অর্থে আত্মা, আত্মা অর্থে প্রিয়, 'চন্দ্র' অর্থে আহ্লাদপ্রদ। যে প্রিয়বস্তু কৃপাবশত ভক্তের মনাদি আকর্ষণ করিয়া আহ্লাদ প্রদান করেন, তিনিই গোকুলানন্দ নন্দের নন্দন। নন্দ অর্থে আনন্দ। গো-গোপরঞ্জন মূর্তিমান্ আনন্দই ব্রজেন্দ্র। সুতরাং আনন্দময় কৃষ্ণ নন্দনন্দন বা ব্রজেন্দ্রনন্দন। যথা গৌতমীয়ে—

"কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥
কৃষ্ণঃশব্দশ্চ সত্তার্থে ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ।
সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ॥
আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনঃ নন্দনন্দনো কৃষ্ণঃ ঈর্যতে॥"

ভক্ত বলেন—

রস্যতে আস্বাদ্যতে অসৌ রসঃ—যাহা আস্বাদন করা যায় তাহাই রস অর্থাৎ আনন্দ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি"—আনন্দ হইতে জীব উৎপন্ন হয়, আনন্দেই জীবিত থাকে, আনন্দেই লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আনন্দই জীবের উদ্দেশ্য এবং একমাত্র আস্বাদ্য। আস্বাদ্য বস্তুই রস এবং আনন্দই যখন জীবের একমাত্র আস্বাদ্য, তখন আনন্দই রস। অতএব কৃষ্ণই রসস্বরূপ অর্থাৎ আস্বাদিত আনন্দস্বরূপ।

তাঁহাকে আস্বাদন কে করে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। তিনি নিজেকে নিজে আস্বাদন করেন।

সুতরাং রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ অর্থাৎ রসিক বা রস-আস্বাদক। সুতরাং তিনি রসরূপে আস্বাদ্য, রসিকরূপে আস্বাদক, আস্বাদনরূপে আনন্দ, স্বরূপে আনন্দ—আনন্দ-বিগ্রহ।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন—তাঁহাতে সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই। সজাতীয় অপর একজন কৃষ্ণ নাই, অত্যন্ত বিজাতীয় কোন বস্তু নাই—এ কথা বৈষ্ণবেরা স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহাদিগের মতে শ্রীকৃষ্ণে স্বগত ভেদ আছে। তিনি এক—'অদ্বৈত', কিন্তু লীলার জন্য দ্বৈতও হন। এই ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য। ইহাই "অচিন্ত্যভেদাভেদভাব!"

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তান্ তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

যে ভাবসকল অচিন্ত্য তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোজনা করিবে না। যাহা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, তাহার নাম অচিন্ত্য।

আশ্রয় ব্যতীত লীলা হয় না, অথচ তাঁহার কেহই আশ্রয় নাই—তিনি নিজেই নিজের আশ্রয়। এ কারণ তিনি নিজের শক্তিকেই আশ্রয় করেন। আরও তিনি প্রেমময়। প্রেমময়ের প্রেম আস্বাদন আশ্রয় ব্যতীত হয় না। শক্তিই রসোৎপাদনের কারণ।

"শক্তি সংযোগেতে হয় চৈতন্যেতে রস।
শক্তির সংযোগ বিনা চৈতন্য অবশ॥"

রস দ্বাদশ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পাঁচটি মুখ্য। হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—এই সাতটি গৌণ। মধুর রসকে শৃঙ্গার রস বা আদি রস বলে। মাদকত্ব হেতু মধুর শৃঙ্গারও বলা হয়। এই শৃঙ্গার রসে কামের গন্ধমাত্র নাই—ইহা পরম পবিত্র—অপ্রাকৃত। ইহা সর্বরসের অবতারী। এই আদি রস হইতে অনাদিক্রমে সর্বরসের জন্ম এবং ইহাতেই সকল রসের নিবৃত্তি।

ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥"

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। তিনি অনাদি এবং সকলের আদি, তথা সকলের কারণ যে মায়া, তিনি তাহারও কারণ।

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব অবতারী সর্বকারণ প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দ তনু শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্বৈশ্বর্য সর্বশক্তি সর্বরস পূর্ণ ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীজীব গোস্বামী বলেন এই শ্লোকের দ্বারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয় লীলানিবিষ্টত্ব—কখন বৃষ্ণীন্দ্রত্ব, কখন গোবিন্দত্ব—প্রকাশ হইতেছে। গোপীবস্ত্র-চোর বংশীবদন বনমালীই স্বয়ং ভগবান্। বলরাম তাঁর দ্বিতীয় দেহ। যথা—

"গোলোকে দ্বিভুজঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
তৎপ্রকাশস্বরূপোঽয়ং দ্বিতীয়ো দেহরূপকঃ ॥"

দ্বিভুজ মুরলীধারী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ দ্বিতীয় দেহরূপই বলরাম।

অমর কবি জয়দেব বলেন—

"বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং

কেশব ধৃত হলধররূপ
জয় জগদীশ হরে ॥”

হে কেশব, হে জগদীশ, হে বলদেব হরে! তোমার হলের আঘাতের ভয়ে যেন যমুনা সঙ্কুচিত হইয়া তোমাকে জড়াইয়া ধরিতেছে! শ্বেতাঙ্গে মেঘের ন্যায় নীল বসন তুমি ধারণ করিয়াছ। তোমার জয় হউক।

পূর্বে বলা হইয়াছে কৃষ্ণই এক অদ্বিতীয় ভগবান্। সুতরাং তাঁহারই মধ্যে সেব্য ও সেবক তত্ত্ব বিরাজমান। সেবার জন্য সেবকতত্ত্ব পৃথক করিয়া বলরাম হইয়াছেন। ভক্তিই সেবার মূল। ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা এবং প্রচুর সেবাময়ী সাধনাই ভক্তি।

“ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী ॥”

বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—ভক্তি হ্লাদিনীসার সমবেত সম্বিৎ শক্তিরূপা—সমবেত হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তির সাররূপা পরাবস্থা ভক্তি।

“ঈশ্বর পর কৃষ্ণ মাধুর্যৈশ্বর্যান্বিত।
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্রিশক্তিযুত ॥
সর্ব আদি সর্ব অংশী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অষ্টাদশাক্ষরাত্মক মন্ত্রময় ধন ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
চতুর্ভুজ রূপে প্রকট হৈয়া গোবিন্দ ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করি প্রকটন।
আপনি আপনে নিত্য করেন সেবন ॥

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
মূল তিন শক্তি প্রকটয় অনুরূপ॥
'সৎ' এর অর্থ নিত্য বলদেব নাম।
'চিৎ' জ্ঞান শুদ্ধসত্ত্ব কৃষ্ণ অভিধান॥
আনন্দ শব্দের অর্থ পূর্ণ-সুখ-কাম।
আহ্লাদিনী রাধা নাম পূর্ণ রসধাম॥
সচ্চিৎ সম্বিৎ মিলি আনন্দ উদ্ভব।
তিন তত্ত্বে এক তনু হয় অনুভব॥
এক তত্ত্ব তিন রূপে হয় ভাসমান।
এক বস্তু তিন রূপ রাধা-কৃষ্ণ রাম॥
সদর্থে সন্ধিনীরূপ প্রভু বলরাম।
চিদর্থে জ্ঞানানন্দ নন্দতনুজ শ্যাম॥
আনন্দার্থে হ্লাদরূপা রাধিকাসুন্দরী।
তিনেতে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীহরি॥
সদর্থে সন্ধিনী শক্তি চিদর্থে সম্বিৎ।
আনন্দার্থে আহ্লাদিনী শক্তি বেদোদিত॥
এক বস্তু তিন রূপে হয় ভাসমান।
তিনে এক একে তিন—তত্ত্বের সন্ধান॥
কৃষ্ণশক্তি শ্রীরাধিকা শ্রীরতিমঞ্জরী।
রামশক্তি শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী সুন্দরী॥
শক্তি শক্তিমানে নিত্য ভেদ ও অভেদ।
স্বরূপে অভেদ কিন্তু লীলা হেতু ভেদ॥

ভগবৎ-শক্তির স্থিতি দুইরূপে হইয়া থাকে। কেবলমাত্র শক্তিরূপে

অমূর্ত এবং ভগবৎ বিগ্রহের সহিত একাত্মতা। শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত এবং তাঁহার পরিকরাদিরূপ। "সত্তারূপোঽপি যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী"—সত্তা অর্থ স্থিতি। কৃষ্ণ স্বয়ং সত্তারূপ হইয়াও যাহাদ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন এবং করান, তিনি সন্ধিনী।

"জ্ঞানরূপোঽপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ সা সম্বিৎ"—কৃষ্ণ স্বয়ং জ্ঞানরূপ হইয়াও যাহাদ্বারা জানেন ও জানান, তিনি সম্বিৎ।

"হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ"—স্বয়ং আহ্লাদক হইয়াও যাহাদ্বারা নিজে আহ্লাদিত হন এবং অপরকে আহ্লাদিত করেন, তাহার নাম হ্লাদিনী।

যুগপচ্ছক্তিত্রয় প্রধান মূর্তি। সন্ধিনীর অংশ প্রধান আধার শক্তি, সম্বিদংশ প্রধান আত্মবিদ্যা (জ্ঞান), হ্লাদিনী সারাংশ প্রধান গুহ্যবিদ্যা (ভক্তি)।

আধার শক্তির দ্বারা ধাম প্রকাশিত হয়। জ্ঞান এবং তৎপ্রবর্তক লক্ষণ আত্মবিদ্যাদ্বারা তৎবৃত্তি লক্ষণ উপাসকাশ্রয় জ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং ভক্তি ও তৎপ্রবর্তক লক্ষণ আত্মবিদ্যা ও গুহ্যবিদ্যাদ্বারা তৎবৃত্তিরূপ প্রীত্যাত্মক ভক্তি প্রকাশ পায়। অবশেষে মূর্তিদ্বারা পরতত্ত্বাত্মক শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হয়।

অতএব আধার-শক্তি—সন্ধিনী—অবশিষ্ট দুই শক্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে সত্তা (অস্তিত্ব) দান করেন ইহা স্থির। সেই আধার শক্তিই বলরাম। আবার সেই আধার শক্তিও কৃষ্ণেরই শক্তি। সুতরাং যেই কৃষ্ণ সেই বলরাম—যেই কানাই সেই বলাই। "একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্ন মাত্র কায়।"

লীলার নিমিত্ত কৃষ্ণ যতপ্রকারে আত্মপ্রকট করেন, বলরাম সেই সকলের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। এরূপ হইয়াও তিনি লীলাময়। লীলার জন্য স্বয়ং সেব্য থাকিয়া নিজেরই সেবকতত্ত্বকে পৃথক্ করেন। বলরাম সেই সেবকতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

"অতএব যেই রাম সেই শ্রীরাধিকা।
সেই লক্ষ্মী জাহ্নবাদি সকল গোপিকা॥
সবাকার আত্মারাম সেই বলরাম।
কৃষ্ণসেবা বিনা তাঁর নাহি অন্য কাম॥"

মুরলী-বিলাস

বলরামই একমাত্র কৃষ্ণ-সেবার অধিকারী—সর্বকাল কৃষ্ণ-সেবায় রত। নিজে সেবা করেন এবং জীবমাত্রকে সেবা শিক্ষা দেন।

"বিধিমার্গে শুক্লবর্ণ পুরুষ প্রধান।
রাগমার্গে অনঙ্গমঞ্জরী আখ্যান॥"

অর্থাৎ বিধিমার্গে স্বয়ংরূপে ও রাগমার্গে অনঙ্গমঞ্জরীরূপে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দেন।

অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীরাধার বিলাসমূর্তি এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বিগ্রহ বলরাম (মূল সঙ্কর্ষণ)। ভক্ত বলেন রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত অনঙ্গভাব বর্ধনের জন্য তাঁহার নাম অনঙ্গমঞ্জরী। জীববৃন্দকে শব্দের দ্বারা আকর্ষণ করত কৃষ্ণপাদপদ্মে সংযোগ করান বলিয়া তাঁহারই নাম যোগ-মায়া-বংশী। "যোগে সংযোগে মায়ো শব্দো যস্যা সা যোগমায়া—বংশী।" আবার মধুর স্বরে সকলের মন মোহিত করেন বলিয়া 'মোহন মুরলী'। আনন্দই একমাত্র আস্বাদনীয় পদার্থ। আনন্দেরই আকর্ষণে জীব ইতস্তত ধাবিত হয়। আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ কৃষ্ণ এবং ঘনীভূত আকর্ষণী শক্তি বংশী। যথা—

"শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম ব্রাহ্মী শ্রীরাধিকা।
তথা শব্দস্বরূপিণী শ্রীমতী বংশীকা॥
কামবীজাধাররূপা কামপ্রসাধিকা।
সর্বচিত্তহরা সর্বপ্রাণ-উন্মাদিকা।"

বৈষ্ণবজীবন

প্রেমধাম বৃন্দাবনে শক্তির আশ্রয় মূর্তিমান, সুতরাং শক্তিও মূর্তিমতী।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত যে, বলরামই বংশী হইয়া কৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিতেছেন। অনঙ্গমঞ্জরী হইয়া কৃষ্ণের গূঢ় সেবা করিতেছেন এবং তাঁহার অনঙ্গভাব বর্ধিত করিতেছেন; ব্রহ্মাণ্ডবাসীকে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছেন; যোগামায়া হইয়া সংযোগ সাধন করিতেছেন এবং অবশেষে প্রাণিমাত্রকে বিধিমার্গে ও রাগমার্গে কৃষ্ণসেবা শিক্ষাদান করিতেছেন। এই জন্যই মহারাসের পূর্বে ব্রজসুন্দরীদিগকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত বংশীধরের বংশীধ্বনি—এই জন্যই বৃন্দাবিপিনে বংশীবদন 'জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্'। সেই আনন্দবর্ধন বংশীধ্বনি শ্রবণে কৃষ্ণবিরহ-বিধুরা ব্রজবালাবৃন্দের বৃন্দাবনের বনে প্রাণ-বল্লভ রাধাবল্লভের সমীপে আগমন এবং তাঁহার সহিত মধুর মিলন।

প্রথমে দেখিলাম 'রসো বৈ সঃ'—কৃষ্ণই রস। তৎপরে দেখিলাম রামকৃষ্ণই রস। তৎপরে রাধাকৃষ্ণরাম তিন একত্র রস। তৎপরে রাধাকৃষ্ণ রাম-অনঙ্গমঞ্জরী—চার বস্তুই একত্র রস। তৎপরে রাধা-কৃষ্ণ-রাম-অনঙ্গমঞ্জরী-বংশী—এই পাঁচ একত্র রস। অতএব পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণই "রসো বৈ সঃ" এই শ্রুতিবাক্যের বাচ্য। "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।"

পরমং পরেশং নয়নাভিরামম্।
রোহিণীকুমারং ভজ বলরামম্

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবীন-নীরদ-শ্যাম মদনমোহন।
বনমালী পীতাম্বর শ্রীনন্দনন্দন॥
ব্রজগোপীবস্ত্রচোর গোকুল রাখাল।
সেই ব্রহ্মগোপপদে নমি সর্বকাল॥

এক রস দুই হইয়া খেলা করেন।

মূরতিময় মনসিজ-মদনমোহন নিজে রসের বিষয় এবং বারুণীবিলাসী বলদেব রসের আশ্রয় হইয়া রসের খেলা—লীলা—খেলেন। বাহ্য এবং অভ্যন্তর ভেদে লীলার দুইপ্রকার ভেদ হয়। যথা—

"লীলা দ্বিধাস্বরূপা হি বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
বাহ্যে তু বহুরূপা সা চান্তরী গূঢ়রূপিণী॥"

বাহ্য লীলা বহুপ্রকার, কিন্তু অভ্যন্তরীক লীলা গূঢ়রূপা—একপ্রকার মাত্র। এই লীলা আবার প্রকট এবং অপ্রকট ভেদে দ্বিবিধ। যদিও অপ্রকট লীলা দর্শনের অগোচর, তথাপি ভক্ত প্রেমনেত্রে সর্বকাল লীলা দর্শন করেন। প্রভুপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন—"অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে"। স্বয়ং বিধাতাও বলিয়াছেন—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি॥
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণ-স্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

স্বরূপগত ভগবত্তত্ত্ব ঐশ্বর্য ও মাধুর্যময়। কৃষ্ণের ন্যায় বলরামে সমস্ত

ঐশ্বর্য নিহিত আছে। কিন্তু বৃন্দাবনে মাধুর্যের প্রবলতাক্রমে ঐশ্বর্য লুক্কায়িত-প্রায়। আবশ্যক মাত্রে মাধুর্যের অবিরোধিরূপে সময়ে সময়ে কার্য করে।

লীলা মাধুর্যময়ীই হউক, আর ঐশ্বর্যময়ীই হউক, উভয়প্রকার লীলা নিত্য এবং সত্য। অনাদিকাল হইতে লীলা চলিতেছে—লীলার আদি নাই, অন্তও নাই। আনন্দময় স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ নিজ স্বরূপের নিত্যসিদ্ধ অবস্থায় যে আনন্দ বা মাধুর্য আছে, তাহা সকল সময়েই আস্বাদন করিতেছেন। স্বরূপের মাধুর্যানুভব করার নিমিত্তই তাঁহার লীলা সম্পাদিত হয়। এই লীলা স্বয়ংরূপে নিত্যধাম বৃন্দাবনে নিত্যই করিতেছেন। বলরামও স্বয়ংরূপে নিত্যকাল সেই নিত্যলীলার বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে দুইভাবে—সাহায্যকারী। স্বরূপের লীলা-বিহার যোগমায়ার সাহায্যে সম্পাদিত হয়। এই নিমিত্তই শুকদেব রাসলীলার প্রারম্ভেই বলিলেন—

"ভগবানপি সা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্তৃপ্ত হইয়াও শরৎকালীন-মল্লিকা-কুসুমে সুশোভিত পূর্ব-প্রতিশ্রুত সেই রজনী সমাগত দেখিয়া যোগমায়া-নাম্নী নিজ অচিন্ত্য শক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিহার করিতে বাসনা করিলেন।

ইহাই স্বয়ং ভগবানের নিত্যলীলা। নিজ নিত্যধামে চিদানন্দময়ী নিজ স্বরূপশক্তিগণের সহিত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিজ স্বরূপশক্তি যোগমায়ার আশ্রয় লইয়া বিহার এবং নিত্যই নিজানন্দ আস্বাদন।

ইহা ভিন্ন তাঁর আর একপ্রকার লীলা-বিহার আছে। উহা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অর্থাৎ মহামায়ার সহিত সম্পাদিত হয়।

রাসলীলার শেষ শ্লোকে—উপসংহারে শুকদেব স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের প্রকৃতির সহিত বিহারের বিষয় আভাসে বলিয়াছেন। যথা—

"ব্রহ্মরাত্র-উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্তো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

—ব্রহ্মার সহস্র দিব্য যুগপ্রমাণ রাত্রির এক আবৃত্তি গত হইলে, চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেবের প্রেরণায় গোপীগণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন—অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক সৃষ্টিলীলার বিকাশ হইল।

মূল সঙ্কর্ষণ বলরাম বৃন্দাবনধামে স্বয়ংরূপে কৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন। মথুরা ও দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ মধ্যে অবস্থিত হইয়া সঙ্কর্ষণরূপে বিলাস করেন। এই সঙ্কর্ষণেরই নাম মহাসঙ্কর্ষণ। বৈকুণ্ঠধামের ক্রিয়াসাধিনী চিৎশক্তি ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়ান্বিত হন। যথা—

"চিৎশক্তি আশ্রয় তিঁহ কারণের কারণ।" —চৈতন্য-চরিতামৃত

চিৎকন্ নিত্যসিদ্ধ জীবশক্তি ইঁহারই আশ্রয়ে থাকে। ইঁনিই সৃষ্টি-লীলা সম্পাদনার্থ কতক জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করেন এবং কতক জীবকে কৃষ্ণবিমুখ করেন। ভগবদ্ভাবাদি ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট করেন—পুরুষাবতার রূপে কৃষ্ণের আজ্ঞা পালনরূপ সেবা সম্পাদন করেন এবং প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্ট্যাদি বিধান করেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"অনন্তশক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি নাম॥
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ, ইচ্ছা সর্বকর্তা।
জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেবচিত্তাধিষ্ঠাতা॥
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ রচন॥

ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্মাণ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ দ্বারায় তাহার প্রকাশ।"

অর্থাৎ যদিও চিচ্ছক্তি বিলাসের ফলে বিভিন্ন স্বরূপের বিভিন্ন ধামের রচনা, তথাপি সঙ্কর্ষণদ্বারা সেইসকলের প্রকাশ হইয়া থাকে। যথা ব্রহ্মসংহিতায়—

"সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥"

—সহস্রদল কমলাকার গোকুলনাথে সর্বোৎকৃষ্ট স্থান, যাহার কর্ণিকারকে শ্রীকৃষ্ণের ধাম বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা অনন্তাংশসম্ভব বলদেবের অংশ—অর্থাৎ জ্যোতিবিভাগবিশেষদ্বারা আবিভূর্ত হইয়াছে—অনন্ত যাঁহার অংশ, সেই সঙ্কর্ষণ হইতে প্রকাশ হইয়াছে।

সেই সঙ্কর্ষণ বলরামই মায়াদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। সঙ্কর্ষণ সদাশিব বা মহাবিষ্ণু অথবা কারণার্ণবশায়িরূপে (তিনই এক তত্ত্ব) তাহাতে শক্তি আরোপ করেন। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যৈছে অগ্নিশক্ত্যে ধরে দাহশক্তি॥"

ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সহিত বিহার বলা হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে বলরাম মথুরা ও দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ মধ্যে অবস্থিত হইয়া বিলাস করেন। এক্ষণে চতুর্ব্যূহতত্ত্বের বিষয় বলা হইতেছে।

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—ইহাই চতুর্ব্যূহ; বাসুদেব

অধিভূতরূপে মহান্ এই সংজ্ঞা ধারণ করেন, তিনিই অধ্যাত্মরূপে চিত্ত এবং উপাস্যরূপে বাসুদেব, মহানের অধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রজ্ঞ। তদ্রূপ অহঙ্কারে সঙ্কর্ষণ উপাস্য, রুদ্র অধিষ্ঠাতা। মনে অনিরুদ্ধ উপাস্য, চন্দ্র অধিষ্ঠাতা। বুদ্ধিতে প্রদ্যুম্ন উপাস্য, ব্রহ্মা অধিষ্ঠাতা।

মাধুর্যময় বৃন্দাবনধামে বলরামের পূর্ণতম মাধুর্যই প্রকাশ। ঐশ্বর্য মাধুর্যের প্রবলতায় লুক্কায়িত। বলরামের বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোর লীলা কৃষ্ণেরই সুখ সম্পাদনার্থ, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহগোপালদারকৈঃ।
চারয়ামাসতুর্বৎসান্ নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ॥
ক্বচিদ্বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ পাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ ক্বচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ॥
বৃষায়মাণৌর্নদন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা॥"

—নানাবিধ ক্রীড়ার উপকরণ লইয়া ব্রজভূমির নিকটপ্রদেশে গোপাল-বালকদিগের সহিত গোবৎসচারণ করিতেন; কোথাও বংশীবাদ্য করিতেন, কোথাও ক্ষেপণ-যন্ত্রের সাহায্যে, কোথাও বা কিঙ্কিণীযুক্ত পদযুগলের দ্বারা বিল্ব, আমলকাদি নিক্ষেপ করিতেন। কোন স্থানে কৃত্রিম বৃষরূপধারী গোপবালকদিগের সঙ্গে বৃষের ন্যায় আচরণপূর্বক উচ্চশব্দসহকারে পরস্পর যুদ্ধ করিতেন।

"ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ॥"

—কোথাও বা বলদেব ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া গোপগণের ক্রোড়-দেশরূপ উপাধানে মস্তক বিন্যাসপূর্বক শয়ন করিলে, কৃষ্ণ পাদসংবাহনরূপ পরিচর্যাদ্বারা শ্রমাপনোদন করিতেন।

দেখা যায়—

"কৃষ্ণলীলা মনোহর যত যত পরচার
বলরাম সহায় সবার।
ব্রজশিশুগণ সঙ্গে গো-পালন লীলা-রঙ্গে
রামকানুর অদ্ভুত বিহার॥
রিঙ্গণ ক্রীড়ার রঙ্গে দুই ভাই এক সঙ্গে
ব্রজভূমে ঘুরিয়া বেড়ায়।
যাহা দেখি গোপীগণ সবাই আনন্দ মন
বাল্যক্রীড়ারস আস্বাদয়॥
কভু সর্পপুচ্ছ ধরে কভু বা কর্দমে পড়ে
মনোহর সর্ব ব্যবহার।
কভু জলপানে ধায় কভু ভয়ে পিছে আয়
গোপ গোপীর আনন্দ অপার॥
কেহ করতালি দেয় কেহ বদন বাজায়
রামকৃষ্ণ নাচে এক ছন্দে।
অপূর্ব সে লীলারস জীবমাত্র যার বশ
দোঁহে দোঁহা ভুঞ্জায় আনন্দে॥
পরেতে পৌগণ্ড-লীলা সখ্যদাস্যে প্রকাশিলা
দোঁহে দোঁহা করে গুরুভাব।
দোঁহে মাতামাতি রণ দোঁহে দোঁহা নিষেবণ
এই মত বিহার বিভব॥
পরিশ্রান্ত বলদেবে কৃষ্ণ নিজ গুরুভাবে
দাস সম করয়ে সেবন।
কৃষ্ণে কভু বলদেব আরোপিয়া গুরুভাব
সেবানন্দ করে আস্বাদন॥

বাহ্যদেহে এই খেলা দাস্য সখ্য বাল্যলীলা
এই সব নিত্যলীলা জানি।
অতি গুহ্য মুখ্যরস কৃষ্ণ যার সদা বশ
অন্য জ্ঞানে রামেতে বাখানি ॥"

যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

"আনন্দাংশে হ্লাদিনী চ শক্তীনাং পরমা মতা।
সদানন্দাংশতো রামঃ পূর্ণরূপঃ স্বরূপকঃ ॥
রাকারে শ্রীমতী রাধা মকারে মধুসূদনঃ।
দ্বয়োর্বিগ্রহসংযোগাদ্রামো নাম ভবেৎ কিল ॥"

"সদানন্দ স্বভাবেতে কৃষ্ণচন্দ্রে সুখ দিতে
ভিন্ন ভিন্ন লীলা কৃষ্ণসঙ্গে।
আনন্দাংশে রাধাভাব- যুক্ত রাম মহাভাব
পীতবর্ণ তনু ধরে রঙ্গে ॥
রাধার বিলাস যেই অনঙ্গমঞ্জরী সেই
মহাগূঢ় শক্তি বলরাম।
কৃষ্ণসুখ হেতু তাঁর যত যত ব্যবহার
নিত্য তনু বলরাম নাম ॥"

ব্রহ্মমোহনলীলায় বলদেব স্বয়ং বলিয়াছেন—

"কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥"

—কীদৃশী এই মায়া? দেব, মনুষ্য বা অসুর, কাহার কৃত? কোথা হইতেই বা উপস্থিত হইল? সম্ভবত ইহা আমার স্বামীর মায়া! কারণ অন্য মায়া আমাকে মোহিত করিতে পারে না।

এস্থলে শ্রীধরস্বামী 'ভর্তা' অর্থে 'স্বামী' লিখিয়াছেন। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বলেন—

"জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম অবতারে।
দাস্যযোগ কভু না ছাড়িলেন অন্তরে।
স্বামী করিয়াও যে বোলেন কৃষ্ণ প্রতি।
ভক্তি বই কখন না হয় অন্য মতি॥
রাম সর্বরসাশ্রয় শেষের বচন।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ইহা করিলা বর্ণন॥" চৈতন্যভাগবত

"আতপে নির্মলং ছত্রং নিদাঘে শীতলোঽনিলঃ।
শয়নে দিব্যপর্যঙ্কো রমণে প্রাণবল্লভা॥"

—রৌদ্রে বিশুদ্ধ ছত্র, গ্রীষ্মে সুখসেব্য বায়ু, নিদ্রাকালে সুন্দর শয্যাধার, বিহারকালে প্রিয়তমা। তত্তৎরূপে আপনি আপনাকে সেবা করেন।

"শ্যামানন্দরসতনু শ্যামাঙ্গে বিহরে।"

বলরাম ও তাঁহার সহচর গোপশিশুদিগের সখ্য ও দাস্য ভাবের সেবার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নলিখিত পদে দেখা যায়—

"ও রাম কানাই কালিন্দীর তীরে।
শ্বেত শ্যাম দুই ভাই চাঁদ মেঘ এক ঠাঞি
শিশুগণ তারা যেন ফিরে॥
কেহ জলপানে ধায় অঞ্জলি পূরিয়া খায়
কেহ দেখে নিজ অঙ্গ ছায়া।
যমুনা আনন্দমন তরঙ্গ উঠিছে ঘন
দেখি ব্রজবালকের ধারা॥
তুলিল কানাইর বানা ঠাঞি ঠাঞি রাখালের থানা
সুবলের থানা সবার আগে।
মাঝে রাজা শ্যামধাম তার বামে বলরাম
রাখাল বেড়িয়া লাখে লাখে॥

কেহ হাতী ঘোড়া হয় রাখাল রাখালে বয়
কেহ নাচে কেহ গায় গীত।
কেহ বায় শিঙ্গা বেণু বলে রাজা হৈল কানু
বলাই হইলা তার মিত॥
কেহ বলে সাজ সাজ বসিলা রাখালরাজ
অসুর উপরে দেও হানা।
বংশীবদনে গায় দধি দুগ্ধ কাড়ি খায়
কংসের যোগান দিতে মানা॥"

বলাইচাঁদের বাৎসল্যভাবে সেবা নিম্নরূপ—

"গোপাল সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল।
যতনে কানাই চূড়া বলাই বান্ধিল॥
অঙ্গদ বলয় হার শোভিয়াছে ভাল।
গলে গুঞ্জাহার শ্রবণে কুণ্ডল দেল॥
পীতধড়া আঁটিয়া পরায় কটিতটে।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া।
নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ হেরিয়া॥
ঘনরাম দাসে বলে কান্দিতে কান্দিতে।
অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে॥"

ব্রজবালকদিগের সেবা যথা—

"আরে মোর রাম কানাই।
যমুনা তীরের ছায়ে খেলে দোন ভাই॥
সবাই সমান খেলু বাঁটিয়া লইল।
হারিলে চড়িব কাঁধে এই পণ কৈল॥

যে জন হারিবে সেই কাঁধে করি নিবে।
বংশীবটের তলে নিয়া রাখিয়া আসিবে ॥
দুই দিকে দুই ভাই আসি দাঁড়াইলা।
যার যেই খেলু সব বাঁটিয়া লইলা ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি কানাইর দিকে হৈল।
সুবল বলাইর দিকে নাচিতে লাগিল ॥
শ্রীদাম কহে আমরা কানাইর দিকে হব।
কানাই হারিলে আর কাঁধে না চড়িব ॥
এমত বাঁটিয়া খেলু খেলা আরম্ভিলা।
সঘনে গম্ভীর নাদে খেলিয়া চলিলা ॥
ঘনরাম দাস কহে দেখিয়া বলাই।
আপনি সাওলি ভাঙ্গি হারিলা কানাই ॥”

পুনশ্চ—

“আজি খেলায় হারিলা কানাই।
সুবলে করিয়া কাঁধে বসন আঁটিয়া বাঁধে
বংশীবটের তলে যাই ॥
শ্রীদাম বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাঞা
শ্রম-জল-ধারা পড়ে অঙ্গে।
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে
আর না খেলিব কানাইর সঙ্গে ॥
কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তবু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইর কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম ॥

মত্ত বলাই চান্দে কে করিতে পারে কাঁধে
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সবারে মারে
ঘনরাম দাস দেখি কয় ॥"

পুনশ্চ—

"বিবিধ কুসুম দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া
কানাই বসিলা রাজাসনে।
রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম
গদ গদ নেহারে বদনে ॥
অশোক-পল্লব করে সুবল চামর করে
সুদামের করে শিখিপুচ্ছ।
ভদ্রসেন গাঁথি মালে পরায় কানাইর গলে
শিরে দেয় গুঞ্জাফলগুচ্ছ ॥
স্তোককৃষ্ণ প্রতি বানা ঠাঁই ঠাঁই বসাইলা থানা
আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়।
শ্রীদামাদি দূত হৈয়া কানাইর দোহাই দিয়া
চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
করযুগ যুড়ি তথি অংশুমান করে স্তুতি
রাজ-আজ্ঞা বচন চালায়।
বটু করে বেদধ্বনি পড়ে আশীর্বাদ বাণী
দাম বসুদাম নাচে গায় ॥
অতি মনোহর ঠাট নিরমিয়া রাজপাট
কতেক হইল রসকেলী।
এ উদ্ধবদাস কয় সখ্যদাস্য-রসময়
সেবয়ে সকল সখা মেলি ॥"

বলরামের রূপ—

"ফটিক অঙ্গের জনু রজত সুন্দর তনু
রসে ঢল ঢল বলরাম।
বিগত-কলঙ্ক চাঁদ, কোটি গুঞ্জা মুখছাঁদ
মৃগমদ তিলক অনুপাম॥
চাঁচর চিকুরে চূড়া বনফুল-মালা বেড়া
টলমল শিখিদল তায়।
পরিমলে উনমত, মধুকর শত শত
মধুপিবি মধুরিম গায়॥
পরিসর ভালস্থল বিলোল অলকামাল,
মুখচন্দ্র অতি অপরূপ।
হেরিতে চকিত চিত চমকিত অতি ভীত
কত শত মনমথ ভূপ॥
উন্নত বঙ্কিম চারু কন্দর্প-কামান ভূরু,
কমলপলাশ দুটি আঁখি।
বারুণী অলস ঘোরে মেলিতে না পারে জোরে,
ঘুমে ঢুলুঢুলু যেন দেখি॥
নাসাপুটে ঝলমল বিলসে মুকুতা ফল
সুরঙ্গ অধরে সদা হাসি।
হেরিয়া দশন পাঁতি সিন্দুর মুকুতা জাতি
অমিয়া উগারে রাশি রাশি॥
বামকর্ণে ঝলমল মণিময় কুণ্ডল,
দক্ষিণেতে নবীন মঞ্জরী।
কণ্ঠহার পরিপাটি দেখিতে সোণার কাঁঠি
উরে গুঞ্জা অতি মনোহারী॥

রঙ্গন মালতী কুন্দ করবীর অরবিন্দ
থরে থরে লাগয়ে তাহাতে।
মুকুন্দ মল্লিকা জাতি কনক চম্পক যুথী
রমণক তুলসীর পাতে॥
মন্দার অশোক ধূপ সেফালিকা সাওলা ফুল
আর যত বনফুল ডালে।
ভ্রমিছে ভ্রমরা তায় মধুর মধুর গায়
উরপর দোলে বনমালে॥
করভ শাবক শুণ্ড সুবলিত ভুজদণ্ড
কনক-কেয়ুর তায় সাজে।
অঙ্গদ বলয়া মণি নীল পাটের থোপনি
মণিবন্ধ বাহুতে বিরাজে॥
শ্রীদাম সুদাম সাথে চলিলা ভাণ্ডীর পথে
চণ্ডীদাস দেখে সকৌতুকে।
দেখ দেখ রাম রায় না ঠেলিও রাঙ্গা পায়
চরণেতে রেখহ আমাকে॥"

সুতরাং নিবেদন—

বলাইচাঁদ! এ চির দাসেরে তোমার।
কেমনে ভুলিলে প্রভু, কৃপাপারাবার॥
করুণার সিন্ধু তুমি, করুণানিদান।
কিহেতু বিস্মৃতি তব, না পাই সন্ধান॥
করুণাই মূর্তি তব লোকে বেদে কয়।
কি কারণে শোচ্য জনে না হও সদয়॥

কিম্বা মোর ভাগ্যদোষে তব কৃপাভাব ।
তুমি ত হে দয়াময়, দয়ালস্বভাব ॥
সংসার-সাগরে পড়ি হাবুডুবু খাই ।
কাম-তিমিঙ্গিল ভয় হতেছে সদাই ॥
ভরসা কেবল মম তব শ্রীচরণ ।
যাঁহার স্মরণে ঘুচে ভবের বন্ধন ॥
কর্মদোষে বহুযোনি করিয়া ভ্রমণ ।
কোন ভাগ্যে তব দাস বংশেতে জনম ॥
তব পাদপদ্ম সেবা হৃদে অনুক্ষণ ।
নিজ গুণে কর কৃপা অধমতারণ ॥
ভুবনমঙ্গল তব ও রাঙ্গাচরণ ।
কৃষ্ণদাস শিরোপরি করহ ধারণ ॥
সেবা দিয়া কর দয়া জগৎজীবন ।
তুমিই সমর্থ সেবা করিবারে দান ॥
কৃষ্ণসেবা দানে শক্তি অন্য কার নাই ।
তুমি মাত্র অধিকারী, তোমার কানাই ॥
প্রভু বংশী পরিবার বৈষ্ণবের দাস ।
প্রার্থনা করিয়ে তব শ্রীচরণ পাশ ॥
অতএব ভক্তগণ শুন মোর কথা ।
যে কথা শ্রবণে যাবে হৃদয়ের ব্যথা ॥
রাই কানু সেবা যদি কর অভিলাষ ।
একান্ত ভাবেতে হও বলাইর দাস ॥
গোকুলরঞ্জনং কৃপাপারাবারম্ ।
বসুদেববালং ভজ বলরামম ॥

তৃতীয় অধ্যায়

সৎ চিৎ এক হৈয়া ধরি রাম নাম।
গোপীসঙ্গে রাসরঙ্গে বিহরয় শ্যাম॥
রাস-রসলীলারম্ভী রেবতীরমণ।
গোপীপরিবৃত দেবে ভজি অনুক্ষণ॥

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" তিনি আনন্দস্বরূপ। এরূপ হইয়াও রস আস্বাদন করত আনন্দ ভূমবান্ হন। ইহাই রাসলীলার বীজ। এই বীজের বিকশিত অবস্থাই রাধাবল্লভ অথবা রেবতীরমণ। রস অর্থ আনন্দ। আনন্দই প্রেম। কবিরাজ গোস্বামী বলেন—"আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।" এই রসই শৃঙ্গার রস বা উজ্জ্বল রস—সর্বরস-সার—'পরকীয়াভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার'। 'রস্যতে আস্বাদ্যতে' ইতি রসঃ—অর্থাৎ আনন্দ যখন আস্বাদিত হয়, তখন তাহার নাম রস। ভগবান্ কৃষ্ণ আনন্দ—আস্বাদিত আনন্দ এবং সর্বদাই আস্বাদিত হইতেছেন। তিনি নিজের প্রেমানন্দ দ্বারা নিজানন্দ আস্বাদন করিতেছেন—

রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্যাদি গুণগ্রাম
এই রূপ তাঁর নিত্যধাম॥

—অনন্ত আনন্দময় পুরুষ আপনার রূপ দেখিয়া আপনি আপনাকে

আলিঙ্গন করিবার জন্য সতত ধাবমান। এই প্রয়াস এবং পদ্ধতির নাম রাসলীলা।

আনন্দে আনন্দ মিলি যে আনন্দ হয়।
মহানন্দ সেই, যারে রাসরস কয়॥

রাস শব্দের সাধারণ অর্থ রসসম্বন্ধীয় অথবা সকল রসের সমূহ। রাসক্রীড়ার লক্ষণ রসশাস্ত্র মতে—

নটৈর্গৃহীতকণ্ঠানামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্।
নর্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্তনম্॥

—নট ও নর্তকীগণ মণ্ডলাকারে দাঁড়াইলে, নটগণ নর্তকীদিগের কণ্ঠ ধারণ করিলে, নর্তকীগণ পরস্পর কর ধারণ করিয়া তাহাদের সহিত যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। শ্রীধরস্বামী বলেন—'রাসো-নাম বহুনর্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ'। প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামী বলেন—'রাসঃ পরমরসকদম্বময়ঃ।' পরমরসময়ী লীলা। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বলেন—'নৃত-গীত-চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী ক্রীড়া'—অর্থাৎ যে লীলায় নৃত্য গীত চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি রসসমূহ আছে তাহাই রাসলীলা।

কৃষ্ণের ন্যায় বৃন্দাবনধামে পৃথকভাবে নিজ প্রেয়সীগণকে লইয়া বলরামও রাসলীলা করিয়াছিলেন। ইহা কংসবধের পর হইয়াছিল। শুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে বলিলেন—

বলভদ্রঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ রথমাস্থিতঃ।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, একদা ভগবান্ বলদেব সুহৃদ্গণের দর্শনাভিলাষে উৎসুক-চিত্তে রথারোহণে নন্দগোকুলে গমন করিলেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে—যে কানাই সেই বলাই—দুয়ে এক। উভয়েই

সর্বকালে প্রকট লীলাতেও একত্রাবস্থিত এবং পরস্পরসম্মিলিত। কেহ কাহাকেও ছাড়েন না এবং ছাড়িতেও পারেন না। তথাপি এমন পৃথকভাবে একাকী গমনের কারণ এই যে, বলদেব গোপগোপী-দিগের প্রেমে মুগ্ধ, উৎকণ্ঠায় ধৈর্যচ্যুত এবং বিবেকশূন্য হইয়াছিলেন। মূলতত্ত্ব এই যে কৃষ্ণে জ্ঞানাংশ অধিক এবং বলদেবে আনন্দাংশ অধিক। কৃষ্ণ আনন্দময়, বলরাম প্রেমময়। সুতরাং কৃষ্ণ প্রেমবশ্য হইলেও বলরামে প্রেমবশ্যতা প্রবলতর।

নিত্যানন্দস্বরূপোঽপি প্রেমতপ্তব্রজৌকসাম্।
যযৌ কৃষ্ণমপি ত্যক্ত্বা যস্তং রামং মুহুস্তমঃ॥

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলরামের রাস সম্বন্ধে বলেন—

বলরাম রাস কথা পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপীসনে করিলা বিহার॥
দুই মাস বসন্ত মাধব মধু নামে।
হলায়ুধ রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে॥
সেই সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন, শুনে রাজা পরীক্ষিতে॥
দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥

—ভগবান্ বলরাম রাত্রিকালে নিজ প্রেয়সী গোপীগণের রমণ-কার্য-সম্পাদনসহ আনন্দবর্ধন করত বৃন্দাবনে চৈত্র ও বৈশাখ দুই মাস বাস করিলেন।

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ॥

—তিনি পূর্ণচন্দ্রকর-সমুজ্জ্বল, কুমুদসৌরভযুক্ত বায়ুনিষেবিত যমুনা-পুলিন-কুঞ্জে স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন।

উপীয়মানো গন্ধর্বৈর্বনিতাশোভিমণ্ডলে।
রেমে করেণু যুথেশো মাহেন্দ্রইব বারণঃ॥

—গন্ধর্বেরা তাঁহার যশঃ গান করিতে লাগিল। তিনি করিণী-দলপতি ইন্দ্রকরী ঐরাবতের ন্যায় নিজ অনুরাগবতী গোপীজনবিভূষিত মণ্ডলমধ্যে অবস্থিত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন।

নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা।
গন্ধর্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্যৈরীড়িরে তদা॥

—সেই সময়ে আকাশে দেবতারা সানন্দে দুন্দুভিনিনাদ করিলেন এবং পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে গন্ধর্ব ও মুনিগণ বলরামের বিক্রম-বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া তদীয় গান ও স্তব করিয়াছিলেন।

কংস বধ অবসানে মিলিতে গোপীকাগণে
আকুল হৃদয় বলরাম।
প্রাণসম কৃষ্ণ ধনে ত্যজি দ্বারকা ভবনে
চলিলেন বৃন্দাবন ধাম॥
যশোদা নন্দাদি যত গোপগোপী সমাগত
সান্ত্বনা করিল সর্বজনে।
মা যশোদা প্রেমভরে বলরামে কোলে করে
আনন্দাশ্রু করে বিসর্জনে॥
কৃষ্ণে ন্যস্ত প্রাণমন উন্মাদিনী গোপীগণ
বলরাম সমীপে আসিয়া।
চাপিয়া হৃদয়-ব্যথা লম্পট কৃষ্ণের কথা
পুছে সবে হাসিয়া হাসিয়া॥

অত্যাদরে সবাকার ঘুচায় হৃদয়-ভার
অনুনয় দক্ষ বলরাম।
কৃষ্ণের সন্দেশ দানে কৃষ্ণকথা আলাপনে
সর্বজনে করিল সান্ত্বন ॥

বলরামের রাসলীলা—

মধুমাধব যামিনী পরাণ উন্মাদিনী
মধুময় বৃন্দাবন ধাম।
রামঘট্ট নাম স্থলে যমুনার উপকূলে
রাসে বিহরয় বলরাম ॥
বৃন্দাবন তরুলতা ফলফুলে সুশোভিতা
সঞ্চরিত মলয় পবন।
মত্ত মধুকরশ্রেণী করে গুন্ গুন্ ধ্বনি
মুখরিত নিকুঞ্জ কানন ॥
কোকিলের কুহুতান কূজিত নিকুঞ্জবন
ব্রজবালা হৃদয়রঞ্জন।
যমুনা আনন্দ মন তুলিতেছে তরঙ্গ ঘন
সুবাসিত করে বৃন্দাবন ॥
পূর্ণচন্দ্রকরোজ্জ্বল মধুর রাত্রি সকল
সুশীতল কদম্বের ছায়।
কুমুদ কুসুম গন্ধে যুবতীর মন বান্ধে
ব্রজে সবে সরস হৃদয় ॥

অপূর্ব কানন-শোভা হেরি বলরাম।
গোপী বাঞ্ছা পূরাইতে ধরিলেন কাম ॥

অধরেতে শিঙ্গা বায় সুমধুর স্বনে।
নাম ধরে গোপীগণে করেন আহ্বানে ॥

শুনিয়া সে শিঙ্গা ধ্বনি নন্দ ব্রজের রমণী
বলাইর যতেক প্রেয়সী।
ধাইয়া চলিল সব লক্ষ্য করি শিঙ্গারব
যত্রোদয় রাম পূর্ণশশী ॥
অপরূপ রাসরসারম্ভ।
হাতে হাতে ধরাধরি মণ্ডলী মধ্যেতে ফিরি
রাসোৎসব কৈল আরম্ভ ॥ ধ্রু।
নটন বাদন গানে রস করি উদ্দীপনে
সিঞ্চে রামে রসিকা নাগরী।
রাম তৈছে শিঙ্গা ধরে রসভরে সিক্ত করে
প্রিয়ালি বৃন্দের মনভোরি ॥
নটন বাদন তানে পূর্ণ করি ত্রিভুবনে
মত্তপ্রায় করেন নটন।
রসিকা রমণীগণ করি চরণ চালন
চক্রবৎ করয়ে ভ্রমণ ॥
করী যুথপতি সঙ্গে যেমতি করিণী রঙ্গে
বিলসয় মদোন্মত্তা প্রায়।
তেমতি বলাই চাঁদ পাতিল রসের ফাঁদ
সঙ্গে গোপী উন্মত্তার ন্যায় ॥
গন্ধর্বেরা গান গায় দেবে দুন্দুভি বাজায়
করয়ে কুসুম বরিষণ।
মুনিগণ করে স্তব রামবীর্যোদ্ভুত সব
জগজন নয়নরঞ্জন ॥

দেখ সখি জলকেলি রঙ্গে।
প্রেমহেতু লৈয়া সঙ্গে জলক্রীড়া রচে রঙ্গে
করীন্দ্র যৈছে করিণী সঙ্গে॥
প্রথম যুদ্ধ জলাজলি তবে যুদ্ধ করাকরি
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি
তবে যুদ্ধ রদারদি তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি
তবে যুদ্ধ হৈল নখানখি॥
ক্রীড়া অন্তে রসধাম পূর্ণ করে নিজকাম
শুষ্ক বস্ত্র করি পরিধান।
নিকুঞ্জ মন্দিরে গিয়া গোপীগণে সঙ্গে লৈয়া
বিরচয় মদন লেখন॥
রাসলীলা এই মত বহু রাত্রে প্রকাশিত
একরাত্রি সম অনুমান।
প্রতি রাত্রি লীলা সব নব নব অনুভব
রাসে হয় রসের বর্ণন॥
শ্রদ্ধান্বিত হৃদয় যেবা শুনে যেবা গায়
তার লব্ধ প্রেম ভক্তি রস॥
হৃদয়ের রোগ কাম হয় তার উপশম
প্রেম হৃদে করিলে প্রবেশ।
রামপদে চিত্ত স্থির হয় শ্যামরস বীর
সর্ব তেজি হয় তাঁর দাস॥
প্রেমদাতা শিরোমণি রাম সর্বরস খনি
ভেদাভেদে কৃষ্ণৈক পরাণ।
দীন কৃষ্ণদাস ভণে দয়াল বলাই বিনে
আর কার লইব শরণ॥

মধুপানাসক্তং সুচিরসাবেশম্
চিদানন্দাকারং ভজ সখে রামম্

চতুর্থ অধ্যায়

শুচিরসাবিষ্ট তনু বল্লবী-পরাণ।
লীলার্থ দ্বিতীয় দেহ করেন ধারণ॥
দ্বিতীয় সে দেহ হৈতে নানা অবতার।
প্রকট করিয়া করে বিবিধ বিহার॥
সেই ত মূরতি হয় প্রভু বলরাম।
মূল সঙ্কর্ষণ বলি যাঁর অভিধান॥
তিঁহ নিজ অংশদ্বারে অনাদি রূপেতে।
কৃষ্ণলীলাপুষ্টি করে নানাবিধ মতে॥

পূর্বে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি যোগমায়ার সহিত বিহারের বিষয় বলা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তাঁহার আর একপ্রকার বিহার—সৃষ্টির পূর্বে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সহিত—অনাদি কাল হইতে হইতেছে। এই বিহারের কথা তিনি অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥

—প্রকৃতি আমার যোনি—গর্ভাধান স্থান। আমি তাহাতে চিদ্‌বীর্য্য নিক্ষেপ করায় সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়।

কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির সহিত বিহারে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাই সকল রসের আধার ও আদি। সে কারণ উক্ত রসকে আদ্যরস অথবা মধুর রস বা শৃঙ্গার রস বলে। ঐ রসেই সকল রস পর্যবসিত হয় এবং ঐ রসের আস্বাদন পাইলেই জীবের সংসারে গতাগতি শেষ

হয়। এই জন্যই প্রচলিত কথা—"মধুরেণ সমাপয়েৎ"। প্রকৃতির সহিত বিহারজনিত রসকেও আদ্যরস বা মধুর রস বলে। উহা পূর্বোক্ত বাসনাশূন্য আদ্যরস অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাসনা ও ভৌতিক লিঙ্গসম্বন্ধ না থাকায়, উহাও পূর্বোক্ত রসের ন্যায় শুদ্ধ। স্ত্রীপুরুষের আদ্যরস শৃঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীপুং-চিহ্ন অবলম্বনে উৎপন্ন। এই জন্য উহার নাম শৃঙ্গার রস হইলেও উহা হেয় এবং অতিশয় নিকৃষ্ট।

গুণময় অমলিন আদ্যরস হইতে জগৎ উৎপন্ন। পার্থিব আদিরস হইতে জীবের উৎপত্তি। গুণগন্ধ ও কামশূন্য আদিরসে জীবের চিরবিশ্রাম। ইহাই মুক্তি অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান।

পার্থিব আদিরস মূল আদিরসের প্রতিফলন; সুতরাং বিকৃত। আদর্শে যাহা সর্বোত্তম, প্রতিফলনে তাহা সর্বাধম।

প্রকৃতির সহিত বিহার কৃষ্ণ স্বয়ংরূপে করেন না। স্বয়ংরূপে কৃষ্ণ লীলাময় এবং তাঁহার দ্বিতীয় দেহ বলরাম লীলার সহায়তা করেন। ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণের (সেব্যতত্ত্ব) ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াশক্তিপ্রধান বলরাম (সেবকতত্ত্ব) জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব হইতে প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া প্রাকৃত—ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠ—সৃষ্টি করেন।

অনন্ত শক্তি কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি নাম॥
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ, ইচ্ছা সর্বকর্তা।
জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব, চিত্তাধিষ্ঠাতা॥
ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ রচন॥
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্মাণ॥

অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥

চৈতন্যচরিতামৃত

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণ একতত্ত্ব, যেই কানাই সেই বলাই ; লীলার নিমিত্ত পৃথক্, নতুবা অপৃথক্। এই ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য।

প্রধানপুরুষাবাদ্যৌ জগদ্ধেতু জগৎপতি।
অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ॥ শ্রীমদ্ভাগবত

—জগতের প্রধানপুরুষ, আদিভূত, কারণস্বরূপ এবং অধিপতি, কেবলমাত্র পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত মূর্তিভেদে বলরাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বলরাম কৃষ্ণের 'আত্মকায়ব্যূহ এবং তাঁহার লীলার সহায়'। ব্যূহ শব্দের অর্থ যুদ্ধার্থ সৈন্যরচনা। সৈন্যাধ্যক্ষ পুরুষ যেমন ব্যূহের মধ্যে থাকিয়া নির্বিঘ্নে কার্য করেন, তদ্রূপ কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণাদি কায়ব্যূহের মধ্যে অবস্থান করিয়া নির্বিঘ্নে লীলা করেন।

কোন উদ্দেশ্যে যদি এক দেহ হইতে এক বা ততোধিক দেহ প্রকটিত হয়, তাহা হইলে প্রকটিত দেহগুলিকে প্রথম দেহের কায়ব্যূহ বলে।

লীলেচ্ছানুসারে কৃষ্ণ যতরূপে প্রকট হন, বলরাম সেই সকল প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ এবং সর্বপ্রকাশরূপেই কৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন ; অর্থাৎ নিজলীলা সাহায্য নিমিত্ত কৃষ্ণই কায়ব্যূহরূপে বলদেব হন।

বলরাম পঞ্চরূপে—অর্থাৎ পাঁচ প্রকারের মূর্তি ধরিয়া কৃষ্ণসেবা করেন। স্বয়ং অর্থাৎ স্বরূপে লীলার সাহায্য করেন এবং চারি মূর্তি ধরিয়া সৃষ্টিলীলার কার্যে আজ্ঞাপালনরূপ সেবা করেন—(১) কারণতোয়শায়ী (২) গর্ভোদকশায়ী (৩) পয়োব্ধিশায়ী বা ক্ষীরোদকশায়ী (৪) শেষ। প্রপঞ্চে বলরামের ত্রিবিধ প্রকাশ, অর্থাৎ তিনরূপ ধরিয়া

অবতীর্ণ হন। এই ত্রিবিধ প্রকাশই ত্রিবিধ পুরুষাবতার। পুরুষাবতার তিন হইলেও বস্তুত এক—সেই এক পুরুষেরই ত্রিবিধ প্রকাশ। প্রকৃতি যেমন এক, কিন্তু ত্রিগুণময়ী এবং ত্রিধা প্রকাশিত পুরুষও তেমনি এক, কিন্তু প্রকৃতির মধ্য দিয়া বা সৃষ্টিলীলার সাহায্যে তাঁহাকে দেখিলে তিন মূর্তি।

সাংখ্যদর্শন বহু পুরুষবাদ স্থাপন করিয়াছেন। সাংখ্যমতে পুরুষ বহু, কিন্তু বৈষ্ণবমতে পুরুষ এক, প্রপঞ্চে ত্রিধা প্রকাশিত।

পুরুষ শব্দের অর্থ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন—

পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব।
তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥

—পরমেশ্বরের অংশরূপ এবং প্রধানের গুণভাগরূপে প্রতিভাত, প্রকৃতি ও প্রাকৃতের ঈক্ষণকর্তা এবং যাঁহা হইতে নানাবতারের আবিষ্কার হয়, তিনিই পুরুষ। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত পরমেশ্বরের অংশকে পুরুষ বলে।

অবতার—সৃষ্ট্যাদি কার্যের নিমিত্ত পরমেশ্বরের যে অংশ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তাঁহাকেই অবতার বলা হয়।

"সৃষ্টাদি নিমিত্তে যেই অংশে অবধান।
সেই ত অংশেরে কহি অবতার নাম ॥"

—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা কারণার্ণবশায়ী, মহাবিষ্ণু বা সদাশিব সৃষ্টাদি নিমিত্ত যে অংশে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, সেই অংশের নাম অবতার।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥

—ভগবান্ লোকসৃষ্টির কামনায় মহত্তত্ত্বাদির—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব,

পঞ্চ তন্মাত্র এবং তদ্দ্বারা সমুৎপন্ন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও অন্তঃকরণ—এই ষোড়শ অংশযুক্ত পুরুষরূপ ধারণ করিলেন।

[কপিলের সাংখ্যদর্শনমতে পুরুষ বহু। বেদে কপিলকে সিদ্ধ পুরুষ বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য বলেন—বেদ যখন কপিলের জ্ঞান অপ্রতিহত বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মত বেদ-বিরুদ্ধ হইতেই পারে না। সিদ্ধ পুরুষের মত স্বভাবতই সকল সময়ে বেদানুগত হইবে। "ধর্মানুষ্ঠানাপেক্ষা হি সিদ্ধিঃ, স চ ধর্মশ্চোদনা-লক্ষণঃ"—ধর্মানুষ্ঠান ব্যতীত সিদ্ধি হয় না—ধর্ম বেদমূলক। প্রথম বেদ-জ্ঞান, পরে বেদার্থের বা বেদবিহিত ধর্মের অনুষ্ঠান, তৎপরে সিদ্ধি। সুতরাং পরবর্তী সিদ্ধপুরুষের বাক্যের দ্বারা পূর্ববর্তী বেদার্থ অন্যথা করা অন্যায়। আবার, সিদ্ধ পুরুষ অনেক, তাঁহাদের স্মৃতিও অনেক। ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতির মধ্যে মতভেদ হইলে শ্রুতির সাহায্যে তাহাদের বিরোধ ভঞ্জন করিতে হইবে। আরও কপিল অনেক—একজন নন। এই অনেক কপিলের মধ্যে বহু পুরুষবাদ কোন্ কপিল বলিয়াছেন, তাহা কিরূপে নির্ধারিত হইবে? সেই জন্য শঙ্করাচার্য সিদ্ধান্ত করেন যে, নিরীশ্বর বহুপুরুষবাদ-সমর্থক কপিল এবং বেদে অপ্রতিহত-জ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া বর্ণিত কপিল—যিনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে কর্দম ঋষির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—উভয়ে পৃথক। দার্শনিক কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন আর ভগবান্ কপিলের ঈশ্বরবাদপূর্ণ সাংখ্যযোগ।]

এ স্থলে এই ভগবান্ যিনি পুরুষরূপ ধারণ করিলেন তিনি কে? চক্রবর্তী মহাশয় বলেন—'অত্র যোঽয়ং ভগবান্ স পরব্যোমাদিনাথঃ। তেন গৃহীতং যৎ ষোড়শকলং রূপং স মহাবিষ্ণুঃ প্রকৃতীক্ষণকর্তা সঙ্কর্ষণাংশঃ কারণার্ণবশায়ী প্রথমঃ পুরুষঃ"। এই ভগবান্ পরব্যোম-নাথ; তিনি নারায়ণ বাসুদেব। ষোড়শকলাযুক্ত রূপ ধারণ করিলেন

—অর্থাৎ মহাবিষ্ণুরূপে প্রকট হইলেন। এই মহাবিষ্ণুই প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা, সঙ্কর্ষণের অংশ এবং কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ।

পরব্যোমের বাহিরে এক জ্যোতির্ময় ধাম, তার বাহিরে কারণার্ণব, কারণার্ণবের জল চিন্ময়। সেই কারণার্ণবে সঙ্কর্ষণ আপনার এক অংশে শয়ন করেন। তিনি অর্থাৎ সঙ্কর্ষণের যে অংশ কারণার্ণবে শয়ন করেন, তিনিই মহৎ স্রষ্টা পুরুষ, আদ্য অবতার এবং জগৎকারণ। মায়া কারণার্ণবের বাহিরে থাকেন। তাঁর দুই প্রকার অবস্থিতি বা প্রকাশ—প্রধান ও প্রকৃতি। প্রধান জগতের উপাদান, প্রকৃতি জড়রূপা; সুতরাং জগৎ-কারণ নন। কৃষ্ণের শক্তির সাহায্যে তাঁর কারণত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব পুরুষাবতারই জগতের নিমিত্ত কারণ, কুম্ভকার যেমন ঘটের কর্তা, তদ্রূপ।

এই প্রথম পুরুষাবতার দূর হইতে মায়াতে ঈক্ষণ বা অবধান করেন এবং ঈক্ষণের দ্বারা মায়াতে জীবরূপ বীর্য আধান করেন। ফলে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয় এবং পুরুষ বহুরূপ ধরিয়া প্রত্যেক অণ্ডে প্রবেশ করেন। প্রবেশান্তর পুরুষ দেখিলেন ভিতরে সমস্তই অন্ধকার—থাকিবার স্থান নাই। তখন তিনি নিজ ঘর্মজলে সেই ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধ পূর্ণ করতঃ নিজ বাসস্থান করিয়া সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিলেন। ইনিই দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী। তাঁহার অসংখ্য মস্তক, হস্ত, চরণ, নয়ন। তিনি সকল অবতারের বীজ ও জগৎকারণ। তাঁহার নাভি হইতে এক পদ্ম উঠিল—উহার মৃণালে চৌদ্দভুবন (লোকপদ্ম) এবং ঐ পদ্মই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার জন্মসদ্ম। এই নালের মধ্যে পৃথিবী এবং সাত সমুদ্র। ক্ষীরোদ সমুদ্র এই সাত সমুদ্রের একটি। এখানেই তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর বাসস্থান শ্বেতদ্বীপ। এই বিষ্ণুই সকল জীবের অন্তর্যামী। কৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।

—আমিই সর্বজগতের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী পুরুষত্রয়রূপে অবস্থিত—কারণার্ণবশায়ী অর্থাৎ মূল প্রকৃতির অন্তর্যামী, গর্ভোদকশায়ী অর্থাৎ সমষ্টি বিরাট্-অন্তর্যামী, ক্ষীরোদকশায়ী অর্থাৎ ব্যষ্টি বিরাট্-জীবান্তর্যামী। আমি মহৎ স্রষ্টাদি ত্রিরূপ পরমাত্মা। অতএব ইহাই স্থির যে, ক্রিয়াশক্তি-প্রধান বলরাম কৃষ্ণের আজ্ঞাপালনরূপ সেবার নিমিত্ত—ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারেই, বাসুদেব নারায়ণের প্রেরণায়, মায়াকে অবলোকন করিবার জন্য পুরুষরূপে প্রথমে অবতীর্ণ হন। বলরামের এক মূর্তির নাম মহাসঙ্কর্ষণ, যিনি নারায়ণের চতুর্ব্যূহে সঙ্কর্ষণরূপে প্রকাশ হন। এই মহাসঙ্কর্ষণই বিরজাতে শয়ন করিয়া কারণার্ণবশায়ী নাম ধারণ করেন। মহাবিষ্ণু এবং সদাশিব তাঁহার আরও দুই নাম আছে। দ্বিতীয় পুরুষের নাম প্রদ্যুম্ন। তিনি ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু হইয়া পালন করেন এবং রুদ্র হইয়া সংহার করেন। তৃতীয় পুরুষের নাম অনিরুদ্ধ বা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। ইনি ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী এবং পুরুষাবতার ও গুণাবতার দুই।

নারদ পঞ্চরাত্রেও পুরুষের ত্রিবিধ ভেদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যতো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

—সর্বব্যাপী বলরামের পুরুষনামক ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। প্রথম মহতের স্রষ্টা, দ্বিতীয় অণ্ডসংস্থিত, তৃতীয় সর্বভূতস্থ—তাঁহাদিগকে জানিলে সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয়।

বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—যিনি মহতের স্রষ্টা, তিনিই প্রকৃতির অন্তর্যামী সঙ্কর্ষণরূপ প্রথম পুরুষ—সদাশিব বা মহাবিষ্ণু,

দ্বিতীয় ব্রহ্মার অন্তর্যামী প্রদ্যুম্নরূপ এবং তৃতীয় সর্বজীবের অন্তর্যামী অনিরুদ্ধরূপ।

এইরূপে বলরাম সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যদ্বারা কৃষ্ণের আজ্ঞাপালনরূপ সেবা করেন এবং শেষরূপে বিবিধ অন্যপ্রকার সেবা করেন। তিনি 'সর্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ'।

ছত্র পাদুকাশয্যোপধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন ॥
এত মূর্তি ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাইয়া শেষ নাম ধরে ॥

যথা ধরণী শেষ সংবাদে—

নিবাস-শয্যাসন-পাদুকাংশুকো-
পধান-বর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈ-
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনৈঃ ॥

হে প্রভো! লোকে যে তোমাকে শেষ বলিয়া থাকে, তাহা সঙ্গত। যেহেতু আধার, বাসস্থান, শয্যা, আসন, পাদুকা, বালিস, ছত্র ইত্যাদি সেবার উপকরণ যত কিছু থাকার সম্ভব, তাহা তুমি মূর্তিভেদে তৎস্বরূপে পরিগ্রহ করিয়া সকল সেবোপকরণের দ্রব্য শেষ অর্থাৎ সমাপ্তি করিয়া দিয়াছ। প্রভুর সেবার জন্য তুমি হও নাই এমন উপকরণ একটিও নাই! 'শেষত্বং উপকারিত্বং'—কৃষ্ণের উপকারিত্ব—শয্যাদিরূপ উপকার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে অনন্তদেবের একটি নাম শেষ। তিনি কখন ভার্যা, কখন ভৃত্য, কখন অগ্রজ, কখন অনুজ, কখন প্রিয়সখা ইত্যাদি অভীষ্ট ভাবদ্বারা শ্রীহরির শেষ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরিকে ভজন করেন।

অনন্তদেব বলরামের তামসী নামে বিখ্যাত মূর্তি। তিনি পাতালের মূলদেশে ত্রিংশত সহস্র যোজন অন্তরে অবস্থান করেন। সাত্ত্বততন্ত্রনিষ্ঠ চতুর্ব্যূহ উপাসকেরা তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলেন। সঙ্কর্ষণ বলার কারণ এই যে, 'আমি, আমার' এই প্রকারের অভিমান যাহা হইতে জন্মায়, সেই অহঙ্কারও দৃশ্যাদৃশ্য তিনি সম্যক্ কর্ষণ অর্থাৎ একীকরণ করেন। অহঙ্কার হইতে বিশ্বের প্রকাশ—তুমি, আমি, তিনি প্রভৃতি বহুকর্তা—ইহা, উহা, তাহা প্রভৃতি বহু কর্ম—অহঙ্কার হইতে জন্মায়। এই অহঙ্কার সঙ্কর্ষণ কর্তৃক সমাকৃষ্ণ অর্থাৎ দূরীভূত বা বিলয় প্রাপ্ত হয়। সেই জন্যই তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণের শয্যারূপে অনন্তদেব সর্পাকৃতি, কিন্তু স্বরূপতঃ নরাকৃতি, ধবলবর্ণ ও ধবল ভুজদ্বয়বিশিষ্ট।

তামসী তমঃকার্য-সংহারপ্রবর্তয়িত্রী ন তু তমোময়ী।

তমোকার্য সংহারপ্রবর্তক, তমোময় নহে।

অনন্তদেবের প্রভাব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

এবং প্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্তবীর্যোরুগুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্তি॥ ৫।২৫।১৩

ভগবান্ অনন্তদেবের এরূপ প্রভাব যে, তাঁহার বল ও অনুভাবের অন্ত নাই। তিনি ভূমির অধোদেশে অবস্থান করিয়া লোকস্থিতির জন্য নিজ মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন—তাঁহার আধার কেহ নাই; তিনি নিজেই নিজের আধার।

উৎপত্তি-স্থিতি-লয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যা প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্
নানাধাৎ কথমুহ বেদ তস্য বর্ত্ম॥ ৫।২৫।৯

যাঁহার কটাক্ষমাত্র জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণত্রয় স্ব স্ব কার্যে সমর্থ হইয়াছে, যাঁহার স্বরূপ নিত্য ও চিন্ময়ত্ব হেতু অকৃত্রিম, যিনি একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু হইয়াও আপনাতে নানাকার্য—প্রপঞ্চ (সৃষ্টবস্তু) রচনা করিয়াছেন, সেই ভগবান্ অনন্তদেবের তত্ত্ব লোকে কিরূপে জানিবে ?

মূর্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র ।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যাং
আদাতু স্বজনমনাংস্যুদারবীর্যঃ ॥

তাহা হইলে মুমুক্ষুগণ কি প্রকারে তাঁহার ভজন করিবেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—যে মূর্তিতে কার্যকারণাত্মক সকল পদার্থ প্রকটিত রহিয়াছে, তিনি আমাদিগের প্রতি অতিশয় কৃপাপরবশ হইয়া সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্তি প্রকট করেন। অসীম প্রভাবসম্পন্ন সেই অনন্তদেব স্বীয় ভক্তগণের চিত্তাকর্ষণ নিমিত্ত নানাবিধ লীলা করেন। মহাবল সিংহেরাও তাঁহার সেই লীলার অনুকরণ করিয়া স্বজনের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করে। তিনি কামপ্রদগণের পতি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তিনি যে মুমুক্ষুগণের কামনা পূরণ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কৃপায় বপু গ্রহণ ও ভজনের কথা ত অতি অল্প, তাঁর নামের ঔদার্য অতি বিচিত্র। মহাপাতকীও যদি তাঁহার নাম কীর্তন করে, তাহাতে যে সে সম্যক শুদ্ধ হইবে ইহাতে আর বক্তব্য কি ? যেহেতু তাঁহার নাম-কীর্তন লোকের অশেষ পাপরাশি শ্রবণমাত্র ধ্বংস করে—অন্যের মুখে শুনিয়াই হউক, যদৃচ্ছাবলে অকস্মাৎ হউক, বিপদকালে হউক অথবা প্রলোভন বা পরিহাসে হউক। মুমুক্ষু জীব সেই ভগবান্ শেষকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার আশ্রয় লইবে ? যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

যন্নাম শ্রুতমনুকীর্তয়েদকস্মাৎ
আর্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা ॥
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃনামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ ॥ ৫।২৫।১১

আরও— মূর্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্ধ্নো
ভূগোলং সগিরি-সরিৎ-সমুদ্র-সত্ত্বম্।
আনন্ত্যাদবিমিতবিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্যাণ্যপি গণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ ॥ ৫।২৫।১২

যাঁহার সহস্র মস্তকের একটি মাত্র মস্তকে নদীসকল, সপ্ত-সমুদ্র, পর্বতসকল ও সকল প্রাণীর সহিত সমগ্র ভূমণ্ডল একটি অণুর ন্যায় অর্পিত রহিয়াছে, সহস্র জিহ্বা লাভ করতঃ কোন্ ব্যক্তি সেই অপরিমিত-প্রভাবসম্পন্ন অনন্ত পুরুষের অনন্ত গুণের গণনা করিতে সমর্থ হইবে? তাঁহার গুণের অন্ত নাই। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহীশিরে হেন নাহি জানি ॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল ॥
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
যাঁর এক ফণে রহে সর্ষপ আকার ॥
সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বর সেবন বিনু নাহি জানে আর ॥

স এষ ভগবাননন্তোঽনন্তগুণার্ণব আদিদেব লোকানাং স্বস্তয় আস্তে। অনন্তধামে অনন্তগুণসাগর ভগবান্ অনন্ত সকল লোকের মঙ্গল বিধানার্থ অবস্থান করেন।

ধ্যায়মানঃ সুরাসুরোরগসিদ্ধগন্ধর্ববিদ্যাধরমুনিগণৈরনবরত-মদমুদিত-বিকৃত-বিহ্বললোচনঃ সুললিত মুখরিকামৃতেনাপ্যায়মানঃ স্বপার্ষদবিবুধ-যুথপতীনপরিম্লানরাগনবনবতুলসিকামোদমধ্বাসবেন মাদ্যন্মধুকরব্রাতমধুর-গীতশ্রিয়ং বৈজয়ন্তীং স্বাং বনমালাং নীলবাসা এককুণ্ডলো হলককুদি কৃতসুভগসুন্দরভুজো ভগবান্ মহেন্দ্রবারণেন্দ্র ইব কাঞ্চনীং কক্ষামুদার-লীলো বিভর্তি। শ্রীমদ্ভাগবত

পরীক্ষিত শ্রোতা শুকদেবের বর্ণন।
অনন্তের রূপকথা কর্ণরসায়ন॥
সুরাসুর-উরগ-গন্ধর্ব-বিদ্যাধর।
সিদ্ধ-মুনিগণ যাঁরে চিন্তে নিরন্তর॥
মদেতে মুদিত দুটি নয়নকমল।
ভাবের বিকারে চিত্ত সতত বিহ্বল॥
শ্রীমুখে বচনামৃতধারা প্রবাহিত।
চরণের ভৃঙ্গবৃন্দ যাতে আপ্যায়িত॥
পরিধান নীলাম্বর কর্ণৈক কুণ্ডল।
আজানুলম্বিত ভুজ পৃষ্ঠে ন্যস্ত হল॥
লম্বমান গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা।
অম্লান তুলসীদলে বক্ষস্থল আলা॥
গজ-রজ্জু শোভে যথা মহেন্দ্রের গলে।
অনন্তের গলে তথা বৈজয়ন্তী মালে॥
নবীন তুলসীদল মালাতে শোভিত।
তার গন্ধ-মধু-রসে মত্ত মধুব্রত॥
গুণ গুণ গুণ রবে ঝঙ্কারি প্রখর।
অনন্তের গুণ গান করে নিরন্তর॥

মধুপানাসক্তং অনুজানুরক্তম।
বসুদেববালং ভজ বলদেবম॥

পঞ্চম অধ্যায়

সকল রসের নিধি, রসিক-প্রবর।
সর্বানন্দময় রাম, কৃপা-পারাবার ॥
রসাস্বাদ ভক্তোদ্ধার—দুই অভিমত।
সাধিতে প্রপঞ্চ মাঝে হন আবির্ভূত ॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত নয়। স্বয়মেব ভগবান্ ন তু ভগবতঃ প্রাদুর্ভূততয়া ন তু ভগবত্তাধ্যাসেনেত্যর্থঃ—শ্রীজীব। বলদেব কৃষ্ণের বিলাসমূর্তি। সুতরাং বলদেবও স্বয়ং ভগবান্। "ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা"—সমগ্র সর্ববশীকারিত্ব, সমগ্র মণিমন্ত্রাদির প্রভাব, সমগ্র বাক্যমন ও শরীরের সদ্‌গুণখ্যাতি, সমগ্র সম্পদ্, সমগ্র জ্ঞান অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্ব, সমগ্র বৈরাগ্য অর্থাৎ প্রপঞ্চ পদার্থে অনাসক্তি,—ভগের এই ছয়টি সংজ্ঞা। শ্রীবলরামে এই ছয়টি পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। আংশিক ঐশ্বর্যযুক্ত হইলেও ভগবান্ বলা যায়, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ বলা যায় না। ভগবান্ শব্দের আর একটি সংজ্ঞা আছে। যথা—

উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিম্।
বেত্তি বেদ্যমবেদ্যঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥

যাহা হইতে সৃষ্টি ও প্রলয়, যিনি গতিহীন ভূতসমূহের গতি, বেদ্য ও অবেদ্য উভয়কে যিনি জানেন—তিনিই ভগবান্।

অধিকাংশ হিন্দুই বিশ্বাস করেন যে, শ্রীভগবান্ মায়াপ্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন—স্বীয় নিত্যবিগ্রহ সময়ে সময়ে প্রকট করেন এবং জগজ্জীবের ন্যায়

লীলাখেলাও করিয়া থাকেন। শ্রুতিতে আছে—'লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যং'—শ্রীভগবান্ সাধারণ লোকের ন্যায় লীলা করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাতে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ভূতবর্গের ঈশ্বর, জন্মরহিত এবং অব্যয়স্বরূপ আমি নিজ চিচ্ছক্তি আশ্রয় করতঃ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নিজ ইচ্ছায় স্বস্বরূপে প্রপঞ্চে আবির্ভূত হই; জীবের ন্যায় কর্মাধীন হইয়া প্রকট হই না। যখন জগতে ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি ঐ সকল দোষ নিরাকরণার্থ আবির্ভূত হই এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপন করি। ভক্ত সাধুসকলকে আমার অদর্শনজনিত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করি এবং দুষ্কৃতদিগকে বধ করিয়া উদ্ধার করি। শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তিধর্ম প্রচার করতঃ জীবের নিত্যধর্ম স্থাপন করি। এইরূপে যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই।

প্রকৃতিং স্বাং অধিষ্ঠায় সম্ভবামি—স্বং স্বরূপং আলম্ব্য আবির্ভবামি—স্বরূপেণৈব সম্ভবামি (বলদেব)—আমার নিজের শক্তি (স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি), তাহাকে আশ্রয় করতঃ স্বস্বরূপে আবির্ভূত হই, আমার নিত্য নরাকৃতি বিগ্রহ প্রপঞ্চে প্রকট করি। জীবের ন্যায় আমার দেহ বিকৃত হয় না; কেন না আমার ইচ্ছাময় দেহ—ভূতময় নয়; সুতরাং প্রপঞ্চমধ্যে থাকিয়াও অপ্রপঞ্চময়। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥

আরও—দেহদেহিভিদাচাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ—শ্রীভগবানে কদাপি দেহদেহী ভেদ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ১০।১৪।৫৫

কৃষ্ণকে অখিলাত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলিয়া জানিবে। জগতের মঙ্গলার্থ তিনি কৃপা করিয়া আবির্ভূত হন। মায়ামুগ্ধ জীব তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় ভৌতিক দেহবান্ দেখে। ঐন্দ্রজালিক যেমন রঙ্গ করিবার জন্য নিজের স্বরূপের বিপর্যস্ত ভাব দর্শন করায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বরূপের কোনরূপ বিপর্যয় হয় না, ইন্দ্রজালানভিজ্ঞ লোকে তাহাকে মস্তকহীনাদি দর্শন করে—তদ্রূপ মায়াপ্রপঞ্চস্থিত বস্তুকে মায়াই বিকৃতভাব দর্শন করায়। যথা বৈষ্ণবজীবনে—

চিত্তত্ত্বের স্বস্বরূপ বিকৃত না হয়।
অবিদ্যা প্রভাবে জীব বিকৃতি মানয়॥
যথৈন্দ্রজালিক রঙ্গে রঙ্গের কারণ।
স্বস্বরূপ বিপর্যস্ত করায় দর্শন॥
বাস্তব তাহার নাহি হয় বিপর্যয়।
ইন্দ্রজাল প্রভাবেতে দৃষ্ট মাত্র হয়॥
ইন্দ্রজাল অনভিজ্ঞ মুগ্ধজন যারা।
বাজীকর শিরহীন আদি দেখে তারা॥
বাস্তব তাহার শির আদি নাহি যায়।
ইন্দ্রজাল স্বপ্রভাবে অলীক দেখায়॥

তৈছে মায়া স্বপ্রভাবে স্ব-মধ্য-শোভিত।
চিত্তত্তের বিপর্যস্ত করায় বোধিত ॥

আরও—তথায়ং চাবতারস্তে ভুবোভারজিহীর্ষয়া।
স্বানাঞ্চানন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত

পৃথিবীর ভারভূত দুরাচার রাজাদিগকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীর ভারহরণ করা এবং যে ভক্তগণ আপনাকে ভিন্ন আর কিছুই কামনা করেন না, তাঁহাদের নিকট মধুর মূর্তি প্রকটন করিয়া যাহাতে ঐ মূর্তি তাহারা নিরন্তর ধ্যান করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিবার জন্য আপনি এই কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করিয়াছেন।

সৃষ্টিলীলা আর সাধ্যসাধনের তরে।
নিজ সৃষ্টি শক্তে কৃষ্ণ বিশ্বসৃষ্টি করে ॥

বৈষ্ণবজীবন

শ্রীভগবান্ পরম করুণাময়। তিনি করুণাবশতই আবির্ভূত হন—প্রপঞ্চে স্ব-বিগ্রহ প্রকট করেন। যদ্‌যস্যেষ্টঃ তত্তস্যপ্রয়োজনং—যাহার যাহা ইষ্ট তাহাই তাহার প্রয়োজন। ভূতবর্গের প্রতি করুণা প্রকাশ করাই তাঁহার প্রয়োজন এবং সেই জন্যই তিনি তাঁহার নিত্য নরাকার বিগ্রহ প্রপঞ্চে প্রকট করেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ১০।৩৩।৩৬

ভগবান্ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চে নানাবিধ পরম মনোহর লীলা প্রকট করেন, যাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য-দেহধারী প্রাণিমাত্রেই ভগবৎ-সেবাপর হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

অচিন্ত্য চিচ্ছক্তিদ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কর্ম আমি স্বীকার করি, তাহা তত্ত্ব-বিচারক্রমে যিনি অবগত হন, তিনি জড়দেহ-ত্যাগানন্তর আর জন্মগ্রহণ করেন না; কিন্তু স্বরূপে অবস্থিত হইয়া আমার সেবা প্রাপ্ত হন।

আমার জন্ম অর্থাৎ আবির্ভাব ও কর্ম অর্থাৎ লীলা অপ্রাকৃত—নিত্য—প্রাকৃত লোকের ন্যায় নয়। বলদেব বলেন—তাদৃশস্য স্বরূপস্য রবেরিবাভিব্যক্তিমাত্রমেব জন্মেতি তৎস্বরূপস্য তজ্জন্মনশ্চ লোক-বিলক্ষণত্বং—তাদৃশ স্বরূপের সূর্যের ন্যায় অভিব্যক্তি মাত্র জন্ম।

তাঁহার জন্ম এবং তাঁহার স্বরূপ সাধারণ লোক হইতে বিলক্ষণ। "প্রত্যক্ষং চ হরের্জন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চন। প্রাকট্যই শ্রীহরির জন্ম, তাঁহার দেহ কোনপ্রকার প্রকৃতির বিকার নয়।

শ্রীভগবান্ এই নশ্বর মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন—ইচ্ছা করিয়া নিজ নিত্যস্বরূপ প্রপঞ্চে প্রকট করেন—কখন স্বয়ংরূপে, কখন অংশে, কখন অংশাংশে।

সর্ব অবতারই পূর্ণ। কিন্তু সকল অবতারে সকল শক্তির প্রাকট্য হয় না। ঐশ্বর্য, মাধুর্য, কৃপা, তেজ প্রভৃতি শক্তির যে অবতারে যতটা অভিব্যক্তি, তদনুসারেই অবতারসকলের তারতম্য হইয়া থাকে। বরাহপুরাণে আছে—

সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ ॥
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ।
সর্বে সর্বগুণৈঃ পূর্ণা সর্বদোষবিবর্জিতাঃ ॥

—সেই ভগবানের সকল দেহই নিত্য এবং সনাতন, অর্থাৎ বার বার আবির্ভূত হইয়া থাকে; স্বরূপ হইতে অভিন্ন এবং হানোপাদানশূন্য। সকল দেহই অপ্রাকৃত, ঘনীভূত পরমানন্দ, জ্ঞানময়, সর্বসদ্গুণপূর্ণ এবং সর্বদোষরহিত।

জীব অতি ক্ষুদ্র এবং অল্পশক্তিবিশিষ্ট। সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের নিকট গমন করিবার—তাঁহাকে লাভ করিবার—শক্তি-সামর্থ্য জীবের নাই এবং কর্মের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, অথবা যোগ-সাধনের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। কিন্তু ভগবান্ দয়াময়। এই জন্য ভগবান্ দয়াপরবশ হইয়া ইন্দ্রিয়াতীত সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়াও জীবের প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন—অপ্রাকৃত হইয়াও প্রাকৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া প্রপঞ্চে প্রকাশ হন—অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্ন মূর্তি ধারণ করেন—আত্মারাম হইয়াও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ারামীর অনুকরণ করেন।

নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুং॥
ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া।
সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ॥
সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ॥

—ভগবান্ স্বভাবতঃ অব্যক্ত হইয়াও নিজ শক্তিদ্বারা দৃষ্টিগোচর হন। সেই স্বরূপশক্তি ব্যতীত কে সেই অপরিমেয় প্রভু পরমাত্মা কৃষ্ণকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়? তিনি নিজ ইচ্ছায় প্রকাশমানা স্বয়ংপ্রকাশ শক্তিদ্বারা জীবের নেত্রে অভিব্যক্ত হন। তিনি যে নেত্রের বিষয় তাহা নয়। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ,

সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত। তথাপি নিজ স্বরূপশক্তি প্রভাবে ভক্তগণের নেত্রে আপনাকে প্রকাশ করেন।

এই স্বয়ং প্রকাশ শক্তিই যোগমায়া।

প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামী বলেন যে, এই যোগমায়াই শ্রীরাধা। ইহা যে তাঁহার কল্পনা, তাহা নয়। তিনি ধাত্বর্থযোজনার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন—যোগস্য সংযোগস্য মায়োমানং পর্যাপ্তিঃ যস্যাং সা যোগমায়া —শ্রীরাধা। অথবা—যোগস্য সম্ভোগস্য মা লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিঃ তাং যাতি প্রাপ্নোতীতি যোগমায়া শ্রীরাধৈব।

—যোগের সম্ভোগের মায় অর্থাৎ পর্যাপ্তি যাঁহাতে, তিনিই যোগমায়া বা শ্রীরাধা ; অথবা সম্ভোগের যে মা সম্পত্তি, তাহাকে যিনি প্রাপ্ত হন, তিনিই শ্রীরাধা। শ্রীরাধার কৃপা লাভে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ অনায়াসে হয়। মহাদেব দেবী পার্বতীকে বলিয়াছিলেন—

তৎসেবয়া চ তল্লোকং প্রাপ্স্যসে বহুজন্মতঃ।
কৃপাময়ীপ্রসাদেন শীঘ্রং প্রাপ্স্যসি তৎপদম্॥

কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির মূর্তিই শ্রীরাধা এবং সেই হ্লাদিনী শক্তির কৃষ্ণানন্দকরী বৃত্তি গোপী এবং কৃষ্ণবশঙ্করী বৃত্তি ভক্তিই কৃষ্ণকে দর্শন করান। ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেব ভূয়সী।

ভক্তি ভক্তে কৃষ্ণধামে করিয়া গ্রহণ।
কৃষ্ণের পদারবিন্দ করান দর্শন॥

কৃষ্ণের মায়াপ্রপঞ্চে আবির্ভাব সম্বন্ধে "বিদ্বদনুভব"ও একটি প্রমাণ।

ভক্তের অন্তরে শুদ্ধাপরিচ্ছিন্নভাব।
পরিচ্ছিন্নভাবে সদাকাল হয় লাভ॥
পরিচ্ছেদ শূন্য তিঁহ কিন্তু ভক্ত ঠাঁই।
পরিচ্ছিন্নভাবে ক্রীড়া করেন সদাই॥

পরিছিন্নভাব হেতু অপ্রাকৃত কহে।
তথাপি প্রাকৃত প্রায় ভক্তস্থানে রহে ॥

বৈষ্ণবজীবন

উক্ত যেসকল উক্তি কৃষ্ণসম্বন্ধে করা হইয়াছে, তৎসমুদয়ই বলরামেও প্রযুক্ত হইবে; কেন না, যেই কৃষ্ণ সেই রাম—যেই কানাই সেই বলাই। রামকৃষ্ণ একতত্ত্ব, লীলার নিমিত্ত দুইরূপে প্রকাশ।

সৎ চিদানন্দময় প্রভু বলরাম।
কৃষ্ণাভিন্ন কলেবর লীলানন্দ ধাম।
কৃষ্ণাভিন্ন ভিন্নভাবে সহস্রাঙ্গোপরি।
কৃষ্ণ সহ ক্রীড়া করে দিবস শর্বরী ॥

এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়, জীবের জ্ঞানের অতীত। সুতরাং বুঝিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

সর্বানন্দধামং পরিপূর্ণকামম্।
ভক্তিশূন্যে বামং ভজ বলরামম্ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

শৃঙ্গার-রসসর্বস্বং শিখিপিঞ্ছবিভূষণম্ ।
অঙ্গীকৃতনরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্ ॥
সর্বরসামৃতাশ্রয় মূরতি মোহন ।
ময়ূরপুচ্ছশিরে শৃঙ্গারমূর্তিমান্ ॥
সর্বধাম ঘনশ্যাম দিব্যনরাকার ।
আশ্রয় আমার সেই নন্দের কুমার ॥

রসো বৈ সঃ—রামকৃষ্ণই রস। রস শব্দের অর্থ আনন্দ। এই আনন্দ চিন্ময় আনন্দ—জড়ানন্দ নয়। চিন্ময় শব্দের অর্থ ভাবান্তরশূন্য ও জ্ঞানানন্দময়। অতএব রামকৃষ্ণ রস অর্থাৎ ভাবান্তর শূন্য নিত্য জ্ঞানানন্দময় বস্তু—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

আনন্দ শব্দের অর্থ কৃষ্ণ এবং বল শব্দের অর্থ শক্তি। অপ্রাকৃত আনন্দ কৃষ্ণ এবং অপ্রাকৃত বল তাঁহার শক্তি; শক্তি এবং শক্তিমান্ উভয়েই অপ্রাকৃত। পূর্বে বলা হইয়াছে শক্তি দুইভাবে অবস্থান করে—মূর্ত এবং অমূর্ত। শক্তি যখন অমূর্ত তখন বিগ্রহের সহিত একাত্মতা, যখন মূর্ত তখন রূপিণী—পরিষদরূপে বর্তমান। কৃষ্ণ এবং তাঁহার শক্তি নিত্য জড়িত—নিত্য আলিঙ্গিত—নিত্য সম্মিলিত। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অর্থাৎ ত্রিবিধ শক্তিযুক্ত। সৎ অর্থে সন্ধিনী শক্তি, চিদর্থে সম্বিদ্ শক্তি, আনন্দার্থে হ্লাদিনী শক্তি-সমন্বিত। সন্ধিন্যংশ প্রধান হইলে বলরাম, চিদংশ প্রধান হইলে কৃষ্ণ স্বয়ং এবং আনন্দাংশ প্রধান হইলে শ্রীরাধা। আনন্দের ঘনীভূত মূর্তি কৃষ্ণ লীলা-

সাধনার্থ নিজের চিচ্ছক্তিদ্বারা বল অর্থাৎ সন্ধিনী প্রধান শক্তিকে—বলরামকে—আকর্ষণ করেন। চিচ্ছক্তির আকর্ষণে কৃষ্ণ স্বয়ং ও বলরাম উভয়েই পরস্পর সঙ্গত হইয়া লীলারসাস্বাদন করিয়া থাকেন। উভয়ের সঙ্গমের ফলেই শৃঙ্গারানন্দ রসের উদ্ভব। ইহাই আত্মরস—মধুর শৃঙ্গাররস—ইহাই প্রেম। কৃষ্ণ চৈতন্য ও আনন্দ এবং তাঁহার বল অর্থাৎ শক্তি অনাদি কাল হইতে ভেদে ও অভেদে অবিচ্ছেদে লীলা-নন্দরস আস্বাদন করিতেছেন। এই জন্যই কৃষ্ণের একটি নাম গোবিন্দ। গো শব্দের অর্থ শক্তি এবং আনন্দ-কৃষ্ণ শক্তিমান্; কৃষ্ণ সর্বকাল· তাঁহার শক্তির সহিত সম্মিলিত। শক্তি ব্যতীত শক্তিমান্ কখনই থাকেন না—থাকিতেও পারেন না।

আন্দময় কৃষ্ণের নিত্যধাম বৃন্দাবনে প্রেমানন্দময়ী স্বরূপশক্তির সহিত বিহারে যে অলৌকিকরস উৎপন্ন হয় তাহা সকল রসের শ্রেষ্ঠ আধার ও আদি। এই রস নিত্য, শুদ্ধ ও সঙ্কল্পশূন্য এবং মধুরাদপি মধুর। এই জন্য ইহাকে শৃঙ্গাররস বা মধুররস বা উজ্জ্বলরস বলে। ইহাই প্রকৃত প্রেম।

শক্তি সংযোগেতে হয় চৈতন্যেতে রস।
শক্তির সংযোগ বিনা চৈতন্য অবশ ॥

শৃঙ্গার দুই প্রকার—স্বগত শৃঙ্গার ও পরগত শৃঙ্গার। অভেদস্বরূপে যে নিত্য রতিক্রীড়া তাহাকে স্বগত শৃঙ্গার বলে। ভেদরূপে যে নিত্য রতিক্রীড়া তাহাই পরগত শৃঙ্গার। এই দুই রতিক্রীড়ার মধ্যে পরগত বা পরকীয়া রতিক্রীড়াই শ্রেষ্ঠ, কেন না "পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস"। বৃন্দাবন ব্যতীত পরকীয়াভাবের "অন্যত্র নাহি বাস।"

আনন্দঘন নন্দনন্দন কৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিসমন্বিত বলিয়া সাক্ষাৎ মূর্তিমান্ শৃঙ্গার-মূরতিময় মনসিজ। নায়ক নায়িকা ভিন্ন মধুর শৃঙ্গার রসের

সম্ভাবনা হয় না। প্রিয় এবং প্রিয়া লইয়া মধুররসের অভিব্যক্তি। এই জন্যই রামকৃষ্ণের নায়কভাব এবং গোপীদিগের নায়িকাভাব ধারণ। প্রভুপাদ রূপগোস্বামী বলেন—

নায়কানাং শিরোরত্নঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ।।

—নায়কগণের শিরোরত্নস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, যাঁহাতে মহামহাগুণসকল নিত্য বিরাজমান।

প্রাকৃত রমণ এবং প্রাকৃত রমণীর পরকীয়াভাব নিন্দনীয়, কিন্তু অপ্রাকৃত রামকৃষ্ণের এবং অপ্রাকৃত গোপীর ঐরূপভাব দূষণীয় নয়।

শৃঙ্গাররসে স্ত্রীলোকেরই প্রাধান্য। রাম যখন প্রেয়সীরূপে—রাধারূপে অথবা অনঙ্গমঞ্জরীরূপে—যখন "শ্যামানন্দরসতনু শ্যামাঙ্গে বিহরে"—তখন তাঁহার নাম কৃষ্ণ নামের পূর্বে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই জন্যই 'রামকৃষ্ণ' বলা হয়, 'কৃষ্ণরাম' বলা হয় না। রাম যখন পুরুষভাবে —দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যভাবে—সেবা করেন তখন 'কৃষ্ণবলরাম' বা 'কানাই-বলাই' বলা হয়, বলরামকৃষ্ণ বা বলাইকানাই বলা হয় না।

রামকৃষ্ণ নায়ক হইলেও স্বয়ং ভগবান্। আত্ম এবং পর দুই তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে আত্মারামতা। ইহাতে রসের পৃথক সাহায্যকারী নাই, সুতরাং রসও নাই।

লীলারামতা ধর্মও তদ্রূপ নিত্য। স্বয়ং ভগবান্ রামকৃষ্ণ বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়। এই জন্য আত্মারামতা এবং লীলারামতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তত্ত্বের এক কেন্দ্রে আত্মারামতা এবং তদ্বিপরীত কেন্দ্রে লীলারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পারকীয়তা। আত্মারামতার দিকে টানিলে রসের শুষ্কতা এবং লীলারামতার দিকে টানিলে প্রফুল্লতা—বৃদ্ধি পায়।

নায়ক-নায়িকা অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হয় তখন যে অদ্ভুত রস উৎপন্ন হয়, তাহাকে পরকীয়া রস বলে।

রামকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি অচিন্ত্য, অবিতর্ক্য ও অপরিমেয়। এই চিচ্ছক্তি তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, কিন্তু অনাদিকাল হইতে ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই চিচ্ছক্তিই সমস্ত বিপরীত গুণের আশ্রয় ও নিয়ামক। ঐ শক্তির চিৎ প্রভাব ক্রমে স্বরূপ বিগ্রহ, লীলা স্থান, লীলোপকরণ, জীবপ্রভাব ক্রমে অনন্তসংখ্যক মুক্ত ও বদ্ধজীব—মায়া-প্রভাব ক্রমে অনন্তসংখ্যক জড়জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চিচ্ছক্তির বিলাসের ফলে বিভিন্ন স্বরূপের বিভিন্ন ধাম উৎপন্ন হয়। স্বয়ং ভগবান্‌ও সমাপ্ত সর্বার্থ হইয়াও স্বরূপসিদ্ধ নিত্য চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ নাম ও রূপ গ্রহণ বা অঙ্গীকার করেন।

কৃষ্ণের রাধার সহিত ক্রীড়াস্থলই বৃন্দাবন বা ব্রজধাম—"গো-গোপ-গোপিকা সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংশহা।" এই বর্তমান প্রয়োগদ্বারা কৃষ্ণের 'নিত্যলীলা' সূচিত হইতেছে। রামকৃষ্ণ নিত্যলীলাময় এবং ব্রজধামে গো-গোপ-গোপিকা সঙ্গে ভেদে এবং অভেদে অনন্তকাল ক্রীড়া করিতেছেন। অভেদভাবে প্রকটে রাধারূপে যে কৃষ্ণের সহিত প্রেমলীলা, তাহা অতিশয় গুঢ় এবং দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর।

সবে এক সখীগণের ইহ অধিকার !
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ-সেবাসাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

যথা গোবিন্দলীলামৃতে—

কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ ॥
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ ॥

—নিশান্তে কৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে যান (প্রথম কাল)। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে গোদোহন ও ভোজনাদি করেন (দ্বিতীয় ও ষষ্ঠকাল)। পূর্বাহ্নে গোচারণ ও সখাদের সহিত বিহার (তৃতীয় কাল)। মধ্যাহ্নে ও রাত্রে রাধারসহিত সাক্ষাৎ বিলাস (চতুর্থ ও অষ্টম কাল)। অপরাহ্নে গোষ্ঠে (গৃহে) প্রত্যাবর্তন (পঞ্চম কাল) প্রদোষে সুহৃৎগণের সহিত বিহার (সপ্তম কাল)। সেই কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ইহাই রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা বা অষ্টকালীন লীলা। এই লীলা স্বয়ংরূপে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে অনাদিকাল হইতে করিতেছেন। লীলার আদি নাই, অন্তও নাই। এই লীলাই তাঁহার স্বরূপশক্তি যোগমায়ার সহিত বিহার। তৎপরে বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার সহিত বিহার অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-লীলা।

নিশান্ত-লীলার একটি নাম কুঞ্জভঙ্গ। কুঞ্জভঙ্গের পরবর্তী অবস্থার বর্ণনাতেই সখীদিগের কাযের বিষয় এবং প্রাকৃত সৃষ্টিলীলার বিকাশ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। যথা গোবিন্দলীলামৃতে—

নিবর্ত্য বিভ্রমভরং সময়ে স্বধাম্নি
সুপ্তেঽচ্যুতে প্রতিলয়ে শ্রুতয়ো যথেশম।
লীলাবিতাননিপুণাঃ সগুণাঃ সমীয়ুঃ
সখ্যোঽপ্যলক্ষ্যগতয়ঃ সদনং যথাস্বম্ ॥

—লীলা-বর্ণনায় বিচক্ষণা সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী অলক্ষ্যগতি শ্রুতিগণ যেমন

পরম পুরুষে লীন হন, তদ্রূপ রাস ও কুঞ্জাদি লীলা সমাপন করিয়া কৃষ্ণ নিজ ভবনে গমন করিলে পর কৃষ্ণের লীলা-বিস্তার-কার্যে নিপুণা গুণময়ী গোপীগণ অলক্ষ্য গতিতে নিজ নিজ ভবনে গমন করেন।

রাত্রি অবসান এবং দিনের সমাগম। রাধাকৃষ্ণ পৃথক হইলেন। তৎপরে সখীগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করেন বটে, কিন্তু নিষ্কর্মা হইয়া থাকেন না—থাকিতেও পারেন না। তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য পুনঃ রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধন করা এবং আপনাদের দল পুষ্টি করা অর্থাৎ যদি কেহ রাধাকৃষ্ণের সেবা পাইতে ইচ্ছা করে তাহাকে পথ দেখাইয়া নিজ দলভুক্ত করিয়া লওয়া। মধুর রসের ভাবে এই জন্যই উপদেশ—

সখী পদাশ্রয় হইয়া ভজ রাধাকৃষ্ণ।
রাস-রসাস্বাদে সদা হইবে সতৃষ্ণ॥

গৌতমীয় তন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, বৃন্দাবন একটি পঞ্চযোজন বন এবং কৃষ্ণের দেহস্বরূপ। পরমামৃতবাহিনী কালিন্দী বৃন্দাবনের চতুর্দিকে মেখলার ন্যায় প্রবাহিতা এবং সেই কালিন্দীর জলে নিজ শক্তিরূপিণী গোপীদিগের সহিত তিনি ক্রীড়া করিয়া থাকেন। শ্রীজীব-গোস্বামী বলেন—বৃন্দার যেখানে অবন হয় তাহার নাম বৃন্দাবন। 'অবন' অর্থ রক্ষণ এবং 'বৃন্দা' হ্লাদিনী শক্তি। "হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদ্যতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী"—সনাতন গোস্বামী।

সুখরূপী কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

—সুখরূপ কৃষ্ণের সুখ আস্বাদন যেখানে এবং যে অবস্থায় নিত্য ও বাধাহীন, সেই স্থান বা অবস্থার নাম বৃন্দাবন। অথবা যে চিন্ময় ভূমিতে কৃষ্ণের আনন্দরূপে নিত্য প্রকাশ তাহার নাম বৃন্দাবন। "হ্লাদিনীর সার প্রেম", সুতরাং প্রেমের বিজয় যেখানে বাধাহীন,

আরও "আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান", সুতরাং আনন্দ যেখানে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ং প্রকাশ, সেইস্থান বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবন হইতেই—

মুক্তামালা বক পাতি ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ ততি
পীতাম্বর বিজুরী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর জগৎ শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃতধার॥

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবাদিতস্য॥

বিবিধ দুঃখ-দাব-দহন দগ্ধ নর।
তরিতে বাসনা যদি সংসার-সাগর॥
বিনা লীলা-কথা-রস নিষেবন সার।
দ্বিতীয় উপায় নাই পাইতে উদ্ধার॥

একতত্ত্ব রামকৃষ্ণ কভু ভিন্ন নয়।
সেহেতু যুগলাশ্রয় কর্তব্য নিশ্চয়।
যুগল ভজন বিনা না হয় আনন্দ।
ভকত জনের এই সেবা সুনির্বন্ধ॥

কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর অর্থাৎ সর্ববিষয়ে পূর্ণশক্তিযুক্ত। তাঁহার স্বরূপশক্তি-সকল সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া লীলা করিতেছেন। সে কারণ শক্তির সহিত শক্তিমানের উপাসনা অর্থাৎ যুগলভজন কর্তব্য।

"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।"

উপাসনা দুই প্রকার—মন্ত্রময়ী এবং স্বারসিকী। বৃন্দাবনে বাস করিয়া

যোগপীঠে অষ্টসখী বেষ্টিত বিধিমার্গে রাধা-কৃষ্ণের সেবার নাম মন্ত্রময়ী ; রাগমার্গে মানসে বৃন্দাবনে বাস করিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলাস্মরণ করাই স্বারসিকী উপাসনা। ঠাকুর নরোত্তম বলেন—

সাধন স্মরণ লীলা ইহাতে না কর হেলা
কায়মনে করিয়া সুসার।

এই জন্যই তিনি গাহিয়াছেন—

রাধাকৃষ্ণ ভজ মুঞি জীবনে মরণে।
তাঁর স্থানে তাঁর লীলা শুনি রাত্রিদিনে॥
যে স্থানে যে লীলা কৈল যুগলকিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হয়ে তাহে হও ভোর॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

ইহাই স্বারসিকী উপাসনা। উত্তম অধিকারী ভক্তগণই ইহা অনুষ্ঠান করেন। কনিষ্ঠ ভক্তের ইহাতে অধিকার নাই।

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কাযা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

সাধকরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহদ্বারা এবং সিদ্ধরূপে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত ও অভিমত তৎসেবোপযোগী দেহদ্বারা ব্রজস্থিত নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রিয়বর্গের ভাবলিপ্সু হইয়া তাঁহাদের অনুসরণপূর্বক সেবায় প্রবৃত্ত হইবে।

জীবের নিত্যসিদ্ধ দেহ চিন্ময় ও শুদ্ধকামময়। সে দেহে পুরুষত্ব অথবা স্ত্রীত্ব ভেদ নাই। ভাবানুসারেই জীব পুরুষদেহ বা স্ত্রীদেহ ধারণ করে। শান্তরসের ভজনে নপুংসকত্ব ; দাস্যে, সখ্যে পুরুষত্ব ; মাতৃ-বাৎসল্যে স্ত্রীত্ব ; পিতৃবাৎসল্যে পুংস্ত্ব ; মধুর উজ্জ্বল রসে স্ত্রীত্ব সিদ্ধ হয়।

এইরূপে—মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
নিরন্তর কর ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

তখন "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই ন্যায় অনুসারে সাধক ভাবনানুরূপ সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হন। তৎপরে সিদ্ধদেহের লিঙ্গভঙ্গে গোপীগর্ভে জন্ম এবং লীলায় প্রবেশ।

ইহাই রাগমার্গে রসের বৃন্দাবনে রসবতীর সহিত রসরাজের রসের ভজন। বিধির সহিত এই ভজনের কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রভুপাদ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রিয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

কৃষ্ণ ভক্তি-রসাস্বাদে সুবাসিত মতি।
কিনে আন যদি হয় কোন হাটে স্থিতি॥
লালসাই মূল্য তার জানিহ নিশ্চয়।
কোটি জন্ম পুণ্যে সেই মতি লভ্য নয়॥

কৃষ্ণের চিচ্ছক্তির নাম যোগমায়া। এই যোগমায়াই লীলাধিকারিণী। তাঁহার প্রকাশ প্রপঞ্চে নাই বলিয়া তিনি তাপসীরূপে বিখ্যাত এবং পৌর্ণমাসী নামে সর্বত্র পরিচিত।

পৌর্ণমাসী ভগবতী সান্দীপনী-সুতা।
তেজিয়া অবন্তী পুরী ব্রজে অনুগতা॥
শ্রীমন্নারদের শিষ্যা মহাতপস্বিনী।
কৃষ্ণলীলা কুতূহলী সর্ববিধায়িনী॥
যোগমায়া অংশ হন চিচ্ছক্তিময়ী।
মায়া আচ্ছাদিয়া কৃষ্ণলীলার বিধায়ী॥

সর্বরসাশ্রয়ং প্রেমানন্দময়ং।
রাধারূপধরং ভজ বলরামম্॥

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তদ্বীপ সমন্বিতা এবং নব বর্ষসংযুতা এই বসুন্ধরা। সপ্তদ্বীপের মধ্যে একটি দ্বীপের নাম জম্বুদ্বীপ। এই জম্বুদ্বীপে নয়টি বর্ষ। ভারতবর্ষ তাহার মধ্যে একটি। এই নয়টি বর্ষেই এক নারায়ণই উপাস্য। নারায়ণের নয়টি মূর্তি। এক এক বর্ষে নারায়ণের এক এক মূর্তির উপাসনা হয়। ইলাবৃত বর্ষে সঙ্কর্ষণ, ভদ্র বর্ষে হয়গ্রীব, হরিবর্ষে নৃসিংহ, কেতুমাল বর্ষে কামদেব, রম্যক বর্ষে মৎস্য, হিরণ্ময় বর্ষে কূর্ম, উত্তরকুরুবর্ষে যজ্ঞবরাহ, কিম্পুরুষ বর্ষে রামচন্দ্র, ভারতবর্ষে নর-নারায়ণ। ইলাবৃত বর্ষে নারায়ণের সঙ্কর্ষণ মূর্তিরই উপাসনা হয়।

সঙ্কর্ষণ উপাসনাতে নারায়ণের উপাসনা আরম্ভ এবং নরনারায়ণ উপাসনাতে শেষ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—নবস্বপি বর্ষেষু ভগবান্নারায়ণো মহাপুরুষঃ পুরুষাণাং তদনুগ্রহায়াত্মতত্ত্বব্যূহেনাত্মনাদ্যাপি সন্নিধীয়তে। ইলাবৃতে তু ভগবান্ ভব এক এব পুমান্ ন হ্যন্যস্তত্রাপরো নির্বিশতি ভবান্যাঃ শাপনিমিত্তজ্ঞঃ। যৎ প্রবেক্ষ্যঃ স্ত্রীভাবস্তৎ পশ্চাৎ বক্ষ্যামঃ। ভবানী-নাথৈঃ স্ত্রীগণার্বুদসহস্রৈরবরুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্মূর্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্তি প্রকৃতিমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যৈতদভি-গৃণন্ ভব উপধাবতি।

—নয় বর্ষেই মহাপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ, পুরুষদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ নিমিত্ত আপনার মূর্তিসমূহের দ্বারা অদ্যাপি সন্নিহিত হইয়া আছেন। ইলাবৃত বর্ষে ভগবান্ ভবই একমাত্র পুরুষ—সেখানে অন্য কোন পুরুষ নাই। কারণ যে সকল পুরুষ ভবানীর শাপের বিষয়

অবগত আছেন, তাঁহারা কখনও সে স্থানে প্রবেশ করেন না। যে সকল পুরুষ না জানিয়া তথায় প্রবেশ করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হয়। ঐ বর্ষে ভগবান্ ভব—ভবানী এবং তাঁহার অধীন সহস্র অর্বুদ-সংখ্যক স্ত্রীগণ কর্তৃক সর্বতোভাবে সেবিত হন। ভগবান্ নারায়ণের যে চারপ্রকার মূর্তি, তন্মধ্যে তামসী মূর্তি চতুর্থী। এই মূর্তির নাম সঙ্কর্ষণ এবং ইহাই তাঁহার আপনার প্রকৃতি। ভগবান্ ভব, এই মূর্তিকে মানসে ধ্যান করেন এবং মন্ত্রাদি জপ করতঃ প্রেমোন্মত্ত হইয়া এক একবার ছুটিয়া বেড়ান।

একই কৃষ্ণের দ্বিবিধ প্রকাশ—নারায়ণ এবং সঙ্কর্ষণ। ভাগবত-ধর্ম উভয়েরই উপাসনা—প্রথম সঙ্কর্ষণের ও পরে নারায়ণের। উভয়েই একতত্ত্ব।

এই উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন সাধনদ্বারা অবশেষে দুইটি সাধন-ধারায় সম্মিলিত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামী বলেন, ইহাদের একটির নাম "নারায়ণী ধারা" —যাহা বৈকুণ্ঠস্থিত নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও শুকদেবের মধ্য দিয়া জগতে প্রচারিত হইয়াছে ও অপরটির নাম "সঙ্কর্ষণী-ধারা" —যাহা পাতালতলে অধিষ্ঠিত সঙ্কর্ষণ হইতে সাখ্যায়ন, পরাশর, মৈত্রেয়, বিদুর প্রভৃতির মধ্য দিয়া জগতে প্রচারিত। একটি উপরে লক্ষ্যরূপে নিজের শক্তি বিস্তার করিয়া জীবকে লুব্ধ করিতেছেন এবং অপরটি ভিতর হইতে তাহাকে ঠেলিতেছেন। নারদ এই সঙ্কর্ষণ উপাসনা ইলাবৃতবর্ষ হইতে আনিয়া ভারতবর্ষে প্রচার করেন। ব্রহ্মা এই সঙ্কর্ষণউপসনার বিষয় অবগত ছিলেন না। এই জন্যই ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বলেন—

চারি বেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।

ক্ষোভিত করিয়া প্রকৃতির সাম্যভঙ্গ করেন। ফলে ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবের উৎপত্তি এবং মায়ার কবলে পড়িয়া নিজ প্রভু এবং একমাত্র সেব্য যে কৃষ্ণ, জীব তাঁহাকে বিস্মৃত হয়। বলরাম এইরূপে সংসার-প্রবাহ রক্ষা করেন। তিনি অবতারবৃন্দকেও প্রপঞ্চ-লীলায় আকর্ষণ করেন। আবার, সংসার-সাগরে নিমজ্জমান জীববৃন্দকে আকর্ষণ করতঃ কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সংযুক্ত করেন।

জীবের কৃষ্ণসেবাই একান্ত শ্রেয়, কেন না জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। তাহার কর্তব্যই কৃষ্ণে ভক্তি। প্রেম আবশ্যকীয় বস্তু। ভক্তিদ্বারাই প্রেম পাওয়া যায় এবং প্রেম ব্যতীত কৃষ্ণসেবা হয় না। বলরামই রাধারূপে সেই প্রেম জীবকে দান করেন, যদ্দ্বারা জীব রাধার পরিচারিকারূপে সর্বানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

অতএব বলরামই কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিবার একমাত্র গুরু। গুরুরূপী সেই রেবতীরমণ বলরামের শ্রীচরণে প্রণাম। সেই বলরাম যাঁহাদের দ্বারা কৃষ্ণসেবা-কার্য কলিহত জীববৃন্দকে শিক্ষা দিতেছেন, সেই সকল গুরুরূপী আচার্যগণের শ্রীচরণে প্রণাম।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
—অজ্ঞান শব্দেতে বস্তু জ্ঞাতব্য যে নয়।
অন্ধ শব্দে কহে মায়া প্রপঞ্চাদিময়॥
জ্ঞান শব্দে কহে যাতে বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান।
অঞ্জন শব্দেতে প্রেম শুনহ আখ্যান॥
প্রেমের সঞ্চারে অন্ধতিমির বিনাশ।
অজ্ঞানত্ব ঘুচে বস্তুতত্ত্বের প্রকাশ॥ মুরলী-বিলাস

সংসারদাবানললীঢ়লোকত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

অতএব দুই ধারার পূর্ণাঙ্গ সমন্বয়ই ভাগবতধর্ম এবং ইহাই রামকৃষ্ণ মিলন—যুগল ভজন।

বলরামের নাম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ।
যদূনামপৃথগ্ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যত॥

—এই রোহিণী পুত্র স্বীয়গুণে সুহৃদ্বর্গকে রমণ (আনন্দ দান) করিয়া রাম নামে খ্যাত হইবেন। শারীরিক বলাধিক্যবশতঃ লোকে ইহাকে 'বল' বলিয়া জানিবে এবং বসুদেব ও তোমার (নন্দের) প্রতি অপৃথক ভাব থাকায় তাঁহাতে উভয় কুলের আকর্ষণ বা সমভাব বর্তমান, এই জন্য ইহাকে সঙ্কর্ষণ বলা হইবে।

সম্যক্ কর্ষতি একীকরোতি ইতি সঙ্কর্ষণঃ।
—সর্বতোভাবে এক করেন বলিয়া সঙ্কর্ষণ।

প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—প্রলয়াদৌ জগদাকর্ষণাৎ সঙ্কর্ষণঃ—প্রলয়াদি ব্যাপারে জগৎ আকর্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ।

আরও—গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ॥ শ্রীমদ্ভাগবত

—গর্ভ-সঙ্কর্ষণ হেতু রোহিণীনন্দন এই ভূতলে 'সঙ্কর্ষণ' নামে অভিহিত হইবেন। গোকুলবাসী লোক সকলের আনন্দবিধান হেতু 'রাম' এবং বলাধিক্য হেতু অর্থাৎ সন্ধিনী শক্তির শক্তিমদ্ বিগ্রহত্ব নিবন্ধন 'বলভদ্র' নামে কীর্তিত হইবেন।

প্রকৃতি সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী। প্রলয়ে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে। সৃষ্টির জন্য কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে বলরাম সঙ্কর্ষণরূপে ত্রিগুণকে

সংসাররূপ দাবানলদগ্ধ জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত যিনি করুণারূপ মেঘের বাদল স্বরূপ, তাদৃশ কল্যাণগুণসাগর গুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করি।

অতএব হৃদয়ের সংশয় ত্যজিয়া।
রাধাকৃষ্ণ ভজ গোপী পদাশ্রিত হৈয়া॥
সমর্থে তথায় বাস করি সর্বক্ষণ।
রাগেতে সেবিবে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
অসমর্থে মনে কুঞ্জবনে থাকি তথা।
সেবিবে রাধা গোবিন্দে গুরু আজ্ঞা যথা॥
গুরু প্রণালীতে হয় দাস অভিমান।
সখী অভিমান সিদ্ধ-প্রণালী প্রমাণ॥

প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভং জন্ম মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতম্।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্॥
দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম দেবের বাঞ্ছিত।
লভিয়া এমন জন্ম হইয়া বিস্মৃত॥
গোবিন্দ চরণ পদ্মে আশ্রয় না নিল।
সে মানব নিজ আত্মা বঞ্চিত করিল॥

"সোহং ব্রহ্মাস্মীতি" জ্ঞান দূরে পরিহরি।
ভজরে ভজরে মূঢ়! হরি ভবতরী॥
যেই হরি সেই রাম জানিহ নিশ্চয়।
একতত্ত্ব দুইরূপ প্রকট লীলায়॥

বৃন্দাবনধনং রাখালজীবনম্।
করুণাবিগ্রহং ভজ বলদেবম্॥

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।